১৯ পারা

وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوّاً كَبِيراً (٢١)

(২১) যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না, তারা বলে, 'আমাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন?[১] অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন?'[২] ওরা ওদের অন্তরে অহংকার পোষণ করেছে এবং ওরা গুরুতররূপে সীমালংঘন করেছে।[৩]

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً (٢٢)

(২২) যেদিন তারা ফিরিশ্তাদের প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না[৪] এবং ওরা বলবে, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর।'[৫]

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً(٢٣)

(২৩) আমি ওদের কৃতকর্মগুলির প্রতি অভিমুখ ক'রে সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা (স্বরূপ নিষ্ফল) ক'রে দেব।[৬]

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ

(২৪) সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।[৭]

---

(১) অর্থাৎ, কোন মানুষকে রসূল হিসাবে না পাঠিয়ে কোন ফিরিশ্তাকে রসূল হিসাবে পাঠানো হয় না কেন? অথবা এর অর্থ এই যে, নবীর সঙ্গে ফিরিশ্তাগণও অবতীর্ণ হতেন; যাঁদেরকে আমরা স্বচক্ষে দেখতাম এবং তাঁরা মানুষ রসূলের সত্যায়ন করতেন।

(২) অর্থাৎ, প্রভু এসে বলতেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ আমার প্রেরিত রসূল, সুতরাং তার উপর ঈমান আনা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

(৩) এটি অহংকার ও সীমালঙ্ঘনের পরিণাম যে, তারা এই ধরনের দাবী করছে, যা আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী। আল্লাহ অদেখা বিষয়ের উপর ঈমানের মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যদি তিনি ফিরিশ্তাদের তাদের চোখের সামনে অবতীর্ণ করেন বা তিনি স্বয়ং পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তাহলে এরপর তো পরীক্ষার দিকটাই অবশিষ্ট থাকে না। অতএব আল্লাহ তাআলা এমন কাজ কেন করবেন, যা তাঁর বিশ্ব রচনার যৌক্তিকতা ও সৃষ্টিগত ইচ্ছার পরিপন্থী?

(৪) 'সেদিন' বলতে মৃত্যুর দিনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এ সব কাফেররা ফিরিশ্তাদের সাক্ষাৎ কামনা করছে কিন্তু মৃত্যুর সময় এরা ফিরিশ্তাদেরকে দেখবে, তখন তাদের জন্য কোন খুশী বা আনন্দ হবে না। কারণ ঐ সময় ফিরিশ্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাবের সতর্কবাণী শোনান এবং বলেন, 'হে খবীস আত্মা! খবীস দেহ হতে বের হয়ে আয়।' যার পর আত্মা দেহের ভিতরে দৌড়তে ও পালাতে থাকে। যার জন্য ফিরিশ্তা তাকে মারতে থাকেন। যেমন, সূরা আনফাল ৫০নং আয়াতে ও সূরা আনআম ৯৩নং আয়াতে এ কথা রয়েছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুর সময় মু'মিনের অবস্থা এরূপ হয় যে, ফিরিশ্তা তাকে জান্নাত ও তার সুখ-শান্তির সুসংবাদ দেন। যেমন, সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩০-৩২নং আয়াতে এসেছে। আর হাদীসেও এসেছে যে, ফিরিশ্তা মু'মিনের রূহকে সম্বোধন ক'রে বলেন, 'হে পবিত্র রূহ! পবিত্র দেহ থেকে বেরিয়ে এসো এবং এমন জায়গায় চলো, যেখানে আল্লাহর নিয়ামত ও তাঁর সন্তুষ্টি রয়েছে।' বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন। *(মুসনাদে আহমাদ ২ খন্ড ৩৬৪-৩৬৫ পৃঃ, ইবনে মাজাহ যুহদ অধ্যায়, মরণকে স্মরণ পরিচ্ছেদ)* কেউ কেউ বলেন এখানে 'সেদিন' বলতে কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, উভয় উক্তিই সঠিক। কারণ ঐ দু'টি দিন এমন, যেদিন ফিরিশ্তা মু'মিন ও কাফেরদের সামনে আসবেন এবং মু'মিনদেরকে আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেবেন, আর কাফেরদেরকে ধ্বংস ও অসফলতার খবর দেবেন।

(৫) উক্ত কথা কাফেররা বলবে। অন্য ব্যাখ্যায় ফিরিশ্তারা বলবেন, (তোমাদের জন্য) বঞ্চনা আর বঞ্চনা। حجر শব্দের আসল অর্থ হল মানা (নিষেধ) করা বাধা দেওয়া। যেমন, কাযী কাউকে নির্বোধ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণে তার মাল ব্যবহার করতে বাধা দিলে বলা হয়, حجر القاضى على فلان (কাযী অমুককে তার মাল ব্যবহার করতে বাধা দিয়েছেন)। এই অর্থেই কা'বাগৃহের 'হাত্বীম' নামক (ঘেরা) সেই জায়গাকেও 'হিজ্‌র' বলা হয়, যে জায়গাকে কুরাইশরা কা'বাগৃহের মধ্যে শামিল করেনি। সেই কারণে তাওয়াফকারীদের জন্য উক্ত জায়গার ভিতরে ঢুকে তাওয়াফ করা নিষেধ। তওয়াফ করার সময় ওর বাইরে থেকে যাওয়া আসা করতে হবে, যাকে দেওয়াল দিয়ে ঘিরে আলাদা রাখা হয়েছে। মানুষের বুদ্ধিকেও 'হিজ্‌র' বলা হয়। কারণ বুদ্ধিও মানুষকে এমন কাজে বাধা দেয়, যা করা তার জন্য উচিত নয়। অর্থ এই যে, ফিরিশ্তা কাফেরদেরকে বলে যে, তোমরা ঐ সমস্ত জিনিস হতে বঞ্চিত যার সুসংবাদ পরহেযগারদের দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এটি حراما محرما عليكم অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আজ জান্নাতুল ফিরদাউস ও তার নিয়ামতসমূহ তোমাদের জন্য হারাম। এর যোগ্য একমাত্র মু'মিন ও পরহেযগার বান্দারা।

(৬) هبـــاء এমন ধূলিকণাকে বলা হয়, যা শুধু কোন ছিদ্র দিয়ে ঘরের ভিতরে সূর্যের আলো প্রবেশ করলে দেখা যায়। কিন্তু হাত দিয়ে ধরা যায় না। কাফেরদের আমলও কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত ধূলিকণার মত নগণ্য ও মূল্যহীন হবে। কারণ তা ছিল ঈমান ও ইখলাস হতে খালি ও শরীয়তের বিপরীত। অথচ কোন আমল গৃহীত হওয়ার জন্য দুটি শর্ত জরুরী, ঈমান, ইখলাস ও শরীয়তের নিয়ম মাফিক হওয়া। এখানে কাফেরদের আমলকে যেমন মূল্যহীন ধূলিকণার সাথে তুলনা করা হয়েছে, অনুরূপ অন্যান্য জায়গায় কোথাও ছাই, কোথাও মরীচিকা আবার কোথাও মসৃণ পাথরের মত বলা হয়েছে। উক্ত সকল উদাহরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। (দেখুনঃ *সূরা বাক্বারাহ ২৬৪, সূরা ইব্রাহীম ১৮ ও সূরা নূর ৩৯নং আয়াত)*

(৭) কেউ কেউ এখান হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, মু'মিনদের জন্য কিয়ামতের সেই ভীষণ দিন এত সংক্ষিপ্ত ও তাদের

مَقِيلاً(٢٤)

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلاَئِكَةُ تَنزِيلاً(٢٥)

(২৫) সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে[৮] এবং ফিরিশ্তাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে--

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً(٢٦)

(২৬) সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে পরম দয়াময়ের এবং অবিশ্বাসীদের জন্য সেদিন হবে বড় কঠিন।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (٢٧)

(২৭) সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম।

يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً (٢٨)

(২৮) হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।[৯]

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً (٢٩)

(২৯) আমাকে অবশ্যই সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট কুরআন পৌঁছনোর পর। আর শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে।'

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً(٣٠)

(৩০) রসূল বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে।'[১০]

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنْ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً (٣١)

(৩১) এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম।[১১] তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।[১২]

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً(٣٢)

(৩২) অবিশ্বাসীরা বলে, 'সমগ্র কুরআন তার নিকট একেবারে অবতীর্ণ করা হল না কেন?'[১৩] এ আমি তোমার নিকট এভাবেই (কিছু কিছু ক'রে) অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য।[১৪]

হিসাব এত সহজ হবে যে, অল্প সময়ের মধ্যে তারা হিসাব থেকে অবসর পেয়ে যাবে। যেমন হাদীসে এসেছে যে, মু'মিনদের জন্য এ দিন এত সংক্ষিপ্ত হবে, যেমন পৃথিবীতে যোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়। *(সহীহুল জামে' ৮ ১৯৩নং)*

(৮) এর অর্থ হল আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং মেঘমালা হবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। আর মহান আল্লাহ হাশরের মাঠে যেখানে সমস্ত সৃষ্টি একত্রিত হবে হিসাবের জন্য ফিরিশ্তাদলের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন। যেমন, সূরা বাক্বারাহ ২১০নং আয়াতে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে।

(৯) এখান হতে জানা যায় যে, যারা আল্লাহর অবাধ্য তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখা ঠিক নয়। কারণ, মানুষ সৎ সঙ্গে ভালো ও অসৎ সঙ্গে খারাপ হয়ে যায়। বেশির ভাগ লোকদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ অসৎ বন্ধু ও খারাপ সঙ্গীদের সাথে উঠা বসা। সেই জন্য হাদীসে সৎ সঙ্গী গ্রহণ এবং অসৎ সঙ্গী বর্জন করার ব্যাপারকে (আতর-ওয়ালা ও কামারের সাথে) উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে। *(মুসলিম ঃ নেকী ও জ্ঞাতি বন্ধন অধ্যায়)*

(১০) মুশরিকরা কুরআন পাঠের সময় খুব হৈ-হল্লা করত, যাতে কুরআন না শোনা যায়। এটাও এক ধরনের কুরআন পরিত্যাগ করার নামান্তর। কুরআনের প্রতি ঈমান না আনা এবং সেই মত আমল না করাও কুরআন বর্জন করার নামান্তর। কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করা, তার আদেশাবলী পালন না করা ও তাঁর নিষেধাজ্ঞাবলী হতে বিরত না থাকাও এক প্রকার কুরআন ছেড়ে দেওয়ার নামান্তর। অনুরূপ তার উপর অন্য কোন কিতাবকে অগ্রাধিকার দেওয়াও তা পরিত্যাজ্য মনে করার মধ্যে গণ্য। উক্ত সকল লোকদের বিরুদ্ধে কিয়ামত দিবসে রসূল ﷺ বিচার প্রার্থনা করবেন।

(১১) অর্থাৎ, হে নবী মুহাম্মাদ ﷺ! যেরূপ তোমার জাতির ঐ সমস্ত লোক তোমার শত্রু যারা কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে, এইরূপ পূর্ববর্তী উম্মতেও ছিল। অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীর শত্রু ওরাই হয়, যারা পাপী, তারা অন্যদেরকে ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করে। সূরা আনআমের ১১২নং আয়াতে এই বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১২) অর্থাৎ, কাফেররা যদিও অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়, কিন্তু তোমার প্রভু যাকে হিদায়াত দিতে চান, তাকে হিদায়াত হতে কে বাধা দিতে পারে? সত্যিকার হিদায়াতদানকারী ও সাহায্যকারী তো শুধুমাত্র তোমার প্রভু।

(১৩) যেমন তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর একেবারে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(১৪) আল্লাহ উত্তরে বলছেন, আমি অবস্থা অনুসারে ও প্রয়োজন মত এই কুরআন দীর্ঘ ২৩ বছরে কিছু কিছু ক'রে অবতীর্ণ করেছি। যাতে হে নবী তোমার ও ঈমানদারদের অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং যাতে তাদের সুন্দরভাবে মুখস্থ হয়ে যায়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে। {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً} অর্থাৎ, আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড-

وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً(٣٣)

(৩৩) ওরা তোমার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করলেই আমি তোমাকে ওর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।[১৫]

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً (٣٤)

(৩৪) যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, ওদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং ওরাই পথভ্রষ্ট।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً(٣٥)

(৩৫) আমি অবশ্যই মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম এবং তার ভাই হারূনকে করেছিলাম তার সহযোগী।

فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً(٣٦)

(৩৬) এবং বলেছিলাম, 'তোমরা সে সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে।' অতঃপর আমি সে সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম।

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً (٣٧)

(৩৭) নূহের সম্প্রদায় যখন রসূলগণকে মিথ্যা মনে করল, তখন আমি ওদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং ওদেরকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ ক'রে রাখলাম। আর সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত ক'রে রেখেছি।

وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً(٣٨)

(৩৮) আমি আদ, সামূদ, রাসবাসী[১৬] এবং ওদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছিলাম।[১৭]

وَكُلاًّ ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْثَالَ وَكُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيراً (٣٩)

(৩৯) আমি ওদের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত বর্ণনা (দ্বারা সতর্ক) করেছিলাম[১৮] এবং ওদের সকলকে আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।[১৯]

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً(٤٠)

(৪০) তারা তো সে জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে, যার উপর অকল্যাণের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল,[২০] তবে কি ওরা এ প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুতঃ ওরা পুনরুত্থানের আশংকা করে না।[২১]

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ

(৪১) ওরা যখন তোমাকে দেখে, তখন ওরা তোমাকে কেবল উপহাসের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, 'এই কি সেই; যাকে আল্লাহ রসূল করে পাঠিয়েছেন?[২২]

খন্ডভাবে, যাতে তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। *(সূরা বানী ঈস্রাইল ১০৬ আয়াত)* এই কুরআন বৃষ্টির পানির মত। বৃষ্টি হলে মৃত পৃথিবী তার জীবন ফিরে পায়। আর এই উপকার তখনই সাধিত হবে, যখন প্রয়োজন ও পরিমাণ মত বৃষ্টি হবে। বছরের সমস্ত পানি একবারে বর্ষণ হলে এ উপকার সম্ভব নয়।

(১৫) এখানে সময়ের ব্যবধানে কিছু কিছু ক'রে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মুশরিকরা যখনই কোন উদাহরণ অথবা আপত্তি বা কোন সন্দেহ উপস্থাপিত করবে, আমি তখনই কুরআনের মাধ্যমে তার উত্তর বা ব্যাখ্যা প্রদান করব। এর ফলে তাদের অন্যদেরকে পথহারা করার সুযোগ থাকবে না।

(১৬) 'রাস্স্' অর্থ কুয়া 'আসহাবুর রাস্স্' অর্থাৎ, কুয়া-ওয়ালা। উক্ত জাতি সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর ত্বাবারী বলেছেন, এর দ্বারা 'আসহাবুল উখদূদ'কে বুঝানো হয়েছে; যার বর্ণনা সূরা বুরুজে এসেছে। *(ইবনে কাসীর)*

(১৭) 'قرن' এর সঠিক অর্থ সমসাময়িক কালের লোকদের একটি দল। যখন একটি জাতি শেষ হয়ে যায় ও অন্য এক জাতির সৃষ্টি হয়, তখন তাকেও 'ক্বারন' বলা হয়। *(ইবনে কাসীর)* এই অর্থে প্রত্যেক নবীর উম্মত এক একটি 'ক্বারন' হতে পারে। (বাংলায় প্রজন্ম, জাতি বা সম্প্রদায় বলা যায়।)

(১৮) অর্থাৎ, দলীলাদি দ্বারা সত্য প্রমাণিত করেছিলাম।

(১৯) অর্থাৎ, দলীলাদি দ্বারা সত্যতা প্রমাণের পর।

(২০) 'জনপদ' বা বসতি বলতে লূত জাতির বসতি সাদূম ও আম্মূরাহকে বোঝানো হয়েছে। এবং 'অকল্যাণের বৃষ্টি' বলতে পাথরের বৃষ্টি বুঝানো হয়েছে। ঐ সমস্ত গ্রামকে উল্টে দেওয়া হয়েছিল ও পরে তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষানো হয়েছিল। যেমন সূরা হুদ ৮২নং আয়াতে বলা হয়েছে। এই সমস্ত জনপদ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের রাস্তায় অবস্থিত ছিল, যে রাস্তা দিয়ে মক্কার লোকেরা যাতায়াত করত।

(২১) সেই কারণে এই ধ্বংস হয়ে যাওয়া বসতি ও তার ধ্বংসাবশেষ দেখেও তারা উপদেশ গ্রহণ করে না এবং আল্লাহর আয়াত ও রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হতে বিরত থাকে না।

(২২) অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে {أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ} অর্থাৎ, এই কি সেই, যে তোমাদের উপাস্যগুলির সমালোচনা করে?

اللهُ رَسُولاً (٤١)

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً(٤٢)

(৪২) সে তো আমাদের দেবতাগণ থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়েই দিত; যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম।'[২৩] যখন ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন ওরা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।[২৪]

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً(٤٣)

(৪৩) তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে।[২৫]

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (٤٤)

(৪৪) তুমি কি মনে কর যে, ওদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? ওরা তো পশুরই মত; বরং ওরা আরও অধম।[২৬]

أَلَمْ تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً (٤٥)

(৪৫) তুমি কি দেখ না, কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন?[২৭] তিনি তো ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন;[২৮] অতঃপর আমি সূর্যকে এর নির্দেশক করেছি।[২৯]

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً (٤٦)

(৪৬) অতঃপর আমি একে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।[৩০]

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً

(৪৭) তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণস্বরূপ,[৩১] নিদ্রাকে করেছেন বিশ্রামস্বরূপ[৩২] এবং দিনকে করেছেন উত্থানের

(সূরা আম্বিয়া ৩৬ আয়াত) অর্থাৎ, তাদের সম্পর্কে বলে যে, তাদের কোন এখতিয়ার নেই। এই সত্য প্রকাশ ক'রে দেওয়াটাই মুশরিকদের নিকট তাদের মা'বূদদের জন্য অপমানকর ছিল। যেমন বর্তমানের কবরপূজারীদেরকে যদি বলা হয় যে, কবরবাসী বুযুর্গের বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণে কোন এখতিয়ার বা ক্ষমতা নেই, তাহলে তারা বলে যে, এরা আল্লাহর ওলীদের প্রতি বেআদবী করছে!

(২৩) অর্থাৎ, আমরা পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ-অনুকরণ এবং প্রচলিত ধর্মের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে গায়রুল্লাহর ইবাদত হতে মুখ ফিরিয়ে নিইনি; যদিও এই পয়গম্বর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে কোন ত্রুটি করেনি! মহান আল্লাহ মুশরিকদের এই কথা বর্ণনা ক'রে বলতে চেয়েছেন যে, তারা শির্কের উপর কিরূপ অটল যে, তারা তা নিয়ে গর্ব ও আস্ফালন করছে!

(২৪) অর্থাৎ, পৃথিবীতে ঐ সমস্ত মুশরিক ও গায়রুল্লাহর পূজারীদের নজরে তাওহীদপন্থীরা পথভ্রষ্ট। কিন্তু এরা যখন আল্লাহর নিকট পৌঁছবে এবং তাদের শির্কের কারণে ইলাহী আযাবে পতিত হবে, তখন জানতে পারবে যে, পথভ্রষ্ট কারা ছিল; এক আল্লাহর উপাসকরা, নাকি যেখানে সেখানে মাথা নত (সিজদা)কারীরা?

(২৫) অর্থাৎ, যা তাদের মনে ভালো লাগে, তাকেই তারা নিজেদের ধর্ম ও মযহাব বানিয়ে নেয়। তুমি কি এসব লোকদেরকে পথ দেখাতে পারবে? অথবা তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে বাঁচাতে পারবে? এই কথাটি অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে, "কাউকেও যদি তার মন্দ কাজ শোভন ক'রে দেখানো হয় এবং সে একে উত্তম মনে করে, সে ব্যক্তি কি তার সমান (যে সৎকাজ করে)? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব তুমি ওদের জন্য আক্ষেপ ক'রে নিজেকে ধ্বংস করো না। নিশ্চয় ওরা যা করে, আল্লাহ তা খুব জানেন।" *(সূরা ফাত্বির ৮ আয়াত)* ইবনে আব্বাস ﷺ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জাহেলী যুগে মানুষ এক যুগ ধরে সাদা পাথরের ইবাদত করত। অতঃপর যখন সে এর চেয়ে উত্তম কোন পাথর পেয়ে যেত, তখন সে পুরাতন পাথরটি ফেলে দিয়ে নতুন পাথরের পূজা শুরু করত। *(ইবনে কাসীর)* অর্থ এই যে, এমন জ্ঞানশূন্য মানুষ শুধুমাত্র নিজ খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তি পূজায় ব্যস্ত। হে নবী! তুমি কি এদের সুপথ দেখাতে পারবে? অর্থাৎ, পারবে না।

(২৬) অর্থাৎ, এসব চতুষ্পদ জীব যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা তা বুঝে। কিন্তু মানুষ, যাদেরকে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা নবীদের মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সাথে শির্ক করে এবং বিভিন্ন স্থানে নিজেদের (তুলনায় উত্তম অথবা অধম সৃষ্টির সামনে) মাথা নত করে। এই দিক দিয়ে তারা অবশ্যই জীবজন্তুর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট এবং পথভ্রষ্ট।

(২৭) এখান হতে আবার তাওহীদের প্রমাণাদির বর্ণনা শুরু হচ্ছে। দেখ! আল্লাহ কিভাবে পৃথিবীতে ছায়া ছড়িয়ে রেখেছেন। যা সুবহে সাদিক (কাকভোর) হতে সূর্য উঠা পর্যন্ত থাকে। অর্থাৎ, ঐ সময় রৌদ্র থাকে না। রৌদ্রের সাথে সাথে তা গুটিয়ে ও মিটে যেতে থাকে।

(২৮) অর্থাৎ, সব সময় ছায়াই থাকত, সূর্যের আলো তাকে শেষ করতে পারত না।

(২৯) অর্থাৎ, রৌদ্র থেকে ছায়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, প্রতিটি জিনিসকে তার বিপরীত দিয়ে চেনা যায়। যদি সূর্য না থাকত, তাহলে মানুষ ছায়াকে চিনতে পারত না।

(৩০) অর্থাৎ, ছায়াকে আমি ধীরে ধীরে নিজের দিকে টেনে নিই। আর তার জায়গায় রাত্রের গভীর অন্ধকার বিস্তার লাভ করে।

(৩১) অর্থাৎ, আবরণ ও পোশাক যেমন মানুষের শরীর ঢেকে রাখে, অনুরূপ রাত্রের অন্ধকার তোমাদের লুকিয়ে রাখে।

(৩২) سُبات এর অর্থ কাটা বা বিচ্ছিন্ন করা, ঘুম মানুষকে তার কাজকর্ম ও ব্যস্ততা হতে বিচ্ছিন্ন করে, যাতে মানুষ আরাম ও স্বস্তিবোধ করে। কিছু উলামার নিকট سُبات এর অর্থ লম্বা হওয়া। যেহেতু ঘুমের সময় মানুষ তার দেহকে মাটিতে লম্বা ক'রে

জন্য।[৩৩]

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً (٤٧)

(৪৮) তিনিই স্বীয় করুণার প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আকাশ হতে পবিত্র পানি বর্ষণ করেন--[৩৪]

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً (٤٨)

(৪৯) যাতে এ দ্বারা আমি মৃত ভূখন্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্ট বহু জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি।

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً (٤٩)

(৫০) আমি তা ওদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিবৃত করেছি;[৩৫] যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অবিশ্বাসই প্রকাশ করে।[৩৬]

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً (٥٠)

(৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম।[৩৭]

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً (٥١)

(৫২) সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করো না এবং তুমি এ (কুরআন)র সাহায্যে ওদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।[৩৮]

فَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً (٥٢)

(৫৩) তিনিই দুটি সাগরকে প্রবাহিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, ক্ষারবিশিষ্ট।[৩৯] আর উভয়ের মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন এক সীমারেখা, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।[৪০]

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً

দেয়, সেহেতু ঘুমকে سُبات বলা হয়।

(৩৩) ঘুম যা মৃত্যুর এক ভাই। দিনে মানুষ ঘুম থেকে উঠে নিজের কাজকর্মে লিপ্ত হয়। হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ যখন ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন, তখন এই দুআ পাঠ করতেন ঃ الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْر. অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মারার পর জীবিত করেছেন। আর তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। *(বুখারী, মিশকাত ঃ দাওয়াত অধ্যায়)*

(৩৪) طَهُوْر শব্দটি فَعُوْل ধাতুর ওজনে গঠিত। যার অর্থ ঃ কাজের কর্তা, যন্ত্র বা মাধ্যম। অর্থাৎ, এমন বস্তু যা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। যেমন ওযুর পানিকে আরবীতে وَضُوْء আর জ্বালানীকে وَقُوْد বলা হয়। এই অর্থে পানি নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। হাদীসে এসেছে, اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُه شَيْء অর্থাৎ, পানি পবিত্র; কোন জিনিস তাকে অপবিত্র করে না। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী ৬৬নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)* হ্যাঁ তার রঙ, গন্ধ বা স্বাদ পাল্টে গেলে তা অপবিত্র। যেমন এ কথা হাদীসে এসেছে।

(৩৫) অর্থাৎ, কুরআন কারীমকে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, صرفناه এর ه (তা) সর্বনাম দ্বারা পানি বা বৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার অর্থ, আমি বৃষ্টিকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে বর্ষণ করি। অর্থাৎ, কখনো এক এলাকায় আবার কখনো অন্য এলাকায়। এমনকি কখনো দেখা যায় যে একই শহরের এক জায়গায় বৃষ্টি হয়, অন্য জায়গায় হয় না। এটি আল্লাহর হিকমত ও ইচ্ছা। তিনি যেভাবে ইচ্ছা কখনো বৃষ্টি বর্ষণ করেন, কখনো করেন না। আবার কখনো এক এলাকায় করেন, আবার কখনো অন্য এলাকায়।

(৩৬) এটিও এক প্রকার কুফরী ও অকৃতজ্ঞতা যে, বৃষ্টিকে আল্লাহর ইচ্ছাধীন না মনে ক'রে নক্ষত্রের আসা-যাওয়ার পরিণাম মনে করা। যেমন জাহেলী যুগের লোকেরা মনে করত। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(৩৭) কিন্তু আমি এ রকম করিনি। আমি কেবল তোমাকেই সমস্ত জনপদের জন্য; বরং সমগ্র মনুষ্য জাতির জন্য সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি।

(৩৮) جاهدهم به এর ه (এ) সর্বনাম দ্বারা কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, কুরআন দ্বারা কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও। আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তখন জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়নি। সেই কারণে এর অর্থ হবে কুরআনের আদেশ নিষেধকে প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা কর এবং কাফেরদের জন্য যেসব শাস্তির ধমক ও তিরস্কার বর্ণিত হয়েছে, তা তাদের সামনে স্পষ্ট কর।

(৩৯) মিষ্টি পানিকে فُرَات বলা হয়। এর মূল অর্থ ঃ কেটে দেওয়া, ভেঙ্গে দেওয়া। যেহেতু মিষ্টি পানি পিপাসাকে কেটে দেয় অর্থাৎ, দূর ক'রে দেয়, সেহেতু তাকে 'ফুরাত' বলা হয়। আর أُجَاج অর্থ ক্ষারবিশিষ্ট।

(৪০) যা এক অপরের সাথে মিলিত হতে দেয় না। আবার কেউ কেউ حِجْراً مَّحْجُوْراً এর অর্থ করেছেন حَرَاماً مُّحَرَّماً ওদের উপর হারাম ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, মিষ্টি পানি লবণাক্ত ও লবণাক্ত পানি মিষ্টি যেন না হয়। আবার কেউ কেউ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ এর অর্থ করেছেন خَلَقَ الْمَاءَيْن দুই পানি সৃষ্টি করেছেন; এক মিষ্টি ও একটি লবণাক্ত। মিষ্টি পানি ঐসব পানি, যা নদী, ঝরনা ও কূপের

مَحْجُوراً(٥٣)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً (٥٤)

(৫৪) তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি মানবজাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন।[৪১] তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً (٥٥)

(৫৫) ওরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে, যা ওদের উপকার করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। আর অবিশ্বাসী তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (٥٦)

(৫৬) আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً (٥٧)

(৫৭) বল, 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; কিন্তু যে চায় সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করতে পারে।'[৪২]

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً (٥٨)

(৫৮) তুমি তাঁর উপর নির্ভর কর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁর দাসদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً(٥٩)

(৫৯) তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আরশে আরোহণ করেন। তিনিই দয়াময়, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً (٦٠)

(৬০) যখন ওদেরকে বলা হয়, 'পরম দয়াময়ের প্রতি তোমরা সিজদাবনত হও।' তখন ওরা বলে, 'পরম দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকেও সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করব?' আর এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।[৪৩]

পানিরূপে আবাদীর মধ্যে প্রাপ্ত হয়, যা মানুষ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। আর লবণাক্ত পানি ঐসব মহা সমুদ্রের পানি, যা পূর্বে পশ্চিমে বিস্তৃত। যার জন্য বলা হয় যে, পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ পানি ও এক ভাগ স্থল; যার উপর মানুষ ও জীবজন্তু বসবাস করছে। সমুদ্র স্থির, তবে তাতে জোয়ার-ভাটা হয় এবং ঢেউ-সংঘাত বাধে। সমুদ্রের পানিকে লবণাক্ত করার মধ্যে অনেক হিকমত রয়েছে। মিষ্টি পানি কোন জায়গায় বেশিক্ষণ স্থির থাকলে তা খারাপ হয়ে যায়। তার রঙ, গন্ধ ও স্বাদে পরিবর্তন ঘটে। আর লবণাক্ত পানি খারাপ হয় না এবং তার রঙ, গন্ধ ও স্বাদে পরিবর্তনও আসে না। যদি ঐ সব স্থির সমুদ্রের পানিও মিষ্টি হত, তাহলে তা দুর্গন্ধময় হয়ে যেত। আর যার কারণে মানুষ ও জীবজন্তুর পৃথিবীতে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ত। তার উপর আবার তাতে মৃত জীবের দুর্গন্ধ। আল্লাহর হিকমত এই যে হাজার হাজার বছর ধরে এই সমস্ত সমুদ্র বিদ্যমান এবং তাতে হাজার হাজার জীব-জন্তু মরে গলে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ ওর মধ্যে লবণের এমন ভাগ রেখেছেন যে, যাতে পানির মধ্যে সামান্যতম দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় না। সমুদ্র হতে উত্থিত বাতাসও পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর এবং তার পানিও পবিত্র; এমনকি মৃত সামুদ্রিক প্রাণীও হালাল। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। *(মুআত্তা ইমাম মালিক, ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ, তিরমিযী পবিত্রতা অধ্যায়, নাসাঈ পানির বর্ণনা পরিচ্ছেদ।)*

(৪১) نسب বলতে (রক্তগত) আত্মীয়তা যা মা-বাপের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর صهر বলতে (বৈবাহিক) আত্মীয়তা যা বিবাহের পর স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়, যাকে আমরা বৈবাহিক সম্বন্ধ বলে থাকি। এই দুই ধরনের আত্মীয়দের বিস্তারিত আলোচনা সূরা নিসার ২২-২৩নং আয়াতে করা হয়েছে। দুধ-সম্পর্কিত আত্মীয়তা হাদীসানুসারে বংশগত আত্মীয়তারই শামিল। যেমন, নবী ﷺ বলেছেন, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب *(বুখারী ২৬৪৫ নং, মুসলিম ১০৭০ নং)*

(৪২) অর্থাৎ, এটাই আমার প্রতিদান ও পারিশ্রমিক যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তা অবলম্বন ক'রে নাও।

(৪৩) رحمن و رحيم (রাহমান ও রাহীম) আল্লাহর সুন্দর গুণ ও নামাবলীর মধ্যে দু'টি গুণবাচক নাম। কিন্তু জাহেলী যুগের লোকেরা আল্লাহকে উক্ত নামে চিনত না। যেমন হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লেখার সময় শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم লেখা হলে মক্কার মুশরিকরা বলেছিল, আমরা রাহমান ও রাহীমকে জানি না। باسمك اللّهم লেখ। *(সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩১৭)* আরো দেখুন সূরা বানী ইস্রাঈল ১১০ এবং সূরা রা'দ ৩০নং আয়াত; এখানেও কাফেরদের 'রাহমান' নাম শুনে চমকে যাওয়া ও সিজদা করতে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে। *(এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সূরা আ'রাফের শেষ আয়াতের টীকা দেখুন। -সম্পাদক)*

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيراً (٦١)

(৬১) কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন[৪৪] এবং ওতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।[৪৫]

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً (٦٢)

(৬২) এবং যারা উপদেশ গ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য রাত এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের অনুগামীরূপে।[৪৬]

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً (٦٣)

(৬৩) তারাই পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'।[৪৭]

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً (٦٤)

(৬৪) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে রাত্রি অতিবাহিত করে।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً (٦٥)

(৬৫) এবং যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর; জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিতভাবে ধ্বংসাত্মক;[৪৮]

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً (٦٦)

(৬৬) নিশ্চয় তা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকৃষ্ট!'

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً (٦٧)

(৬৭) এবং যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।[৪৯]

([৪৪]) بُرُوج শব্দটি بُرْج শব্দের বহুবচন। (এর আসল অর্থ হল প্রকাশ। রাশিচক্র নক্ষত্রমালার প্রাসাদ ও অট্টালিকার মত। আর তা আকাশে প্রকাশ ও স্পষ্ট হওয়ার কারণে 'বুরুজ' বলা হয়।) সালাফদের তফসীরে بُرُوج বলতে বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্রকে বুঝানো হয়েছে। আর এই তফসীরে আয়াতের বাগধারায় অর্থ দাঁড়ায় যে, বর্কতময় সেই সত্তা, যিনি আকাশে বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তী যুগের তফসীরকারগণ জ্যোতিষীদের পরিভাষার (কল্পিত) রাশিচক্র অর্থ নিয়েছেন। যার সংখ্যা হল বারটি; মেষরাশি, বৃষরাশি, মিথুনরাশি, কর্কটরাশি, সিংহরাশি, কন্যারাশি, তুলারাশি, বৃশ্চিকরাশি, ধনুঃরাশি, মকররাশি, কুম্ভরাশি ও মীনরাশি। আর এই বারটি রাশি সাতটি বড় বড় গ্রহের কক্ষপথ; যাদের নাম ঃ মঙ্গল, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, সূর্য, বৃহস্পতি ও শনি। এই সমস্ত গ্রহ উক্ত রাশিতে এমনভাবে অবস্থান করে যে, ওগুলো যেন তাদের জন্য সুবিশাল প্রাসাদস্বরূপ। *(আইসারুত তাফাসীর)*

([45]) সূরা ইউনুসের ৫নং আয়াতের মত এ আয়াতেও প্রমাণ হয় যে, চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের এ কথা বহু পূর্বেই কুরআনে প্রমাণিত হয়েছে।

([৪৬]) অর্থাৎ, রাত্রি যায় দিন আসে, আর দিন যায় রাত্রি আসে। দিবারাত্রি একত্রিত হয় না। দিন-রাত্রির উপকারিতার কথা বিশদ বিবরণের অপেক্ষা রাখে না। কেউ কেউ خِلْفَة এর অর্থ এক অপরের বিপরীত বলেছেন। অর্থাৎ, রাত্রি অন্ধকার এবং দিন উজ্জ্বল।

([৪৭]) 'সালাম' বলার অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ, ঈমানদাররা জাহেল ও মুর্খ লোকদের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ে না। বরং তারা এমতাবস্থায় এড়িয়ে চলার পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং ফালতু বিতন্ডা বর্জন করে।

([৪৮]) এখান হতে বুঝা যাচ্ছে যে, রহমানের বান্দা ওরাই যারা একদিকে রাত্রে আল্লাহর ইবাদত করে, আবার অন্য দিকে ভয়ও করে যে, কোন ভুল বা আলস্যের কারণে আল্লাহ ধরে না বসেন। সেই জন্য তারা জাহান্নামের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে থাকে। অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত তথা আজ্ঞা পালন করা সত্ত্বেও আল্লাহর আযাব ও তাঁর পাকড়াও হতে নির্ভয় হওয়া ও নিজ ইবাদতের উপর গর্ব করা উচিত নয়। এই অর্থ অন্য জায়গায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} অর্থাৎ, আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। *(সূরা মু'মিনূন ৬০ আয়াত)* ভয় শুধু এই কারণে নয় যে, তাদেরকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে; বরং তাদের ভয় হয় যে, তাদের দান খয়রাত গ্রহণ হচ্ছে কি না? হাদীসে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'এই আয়াতে কি ঐ সব লোকেদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা মদ পান ও চুরি করে?' তিনি বললেন, "না, হে আবূ বাক্‌রের বেটী! বরং তারা ঐ সব লোক, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে, দান করে। তা সত্ত্বেও তারা ভয় করে যে, তাদের এইসব সৎকর্মগুলো যেন আল্লাহর দরবারে অগ্রহণীয় না হয়ে যায়।" *(তিরমিযী, কিতাবুত্তাফসীর সূরাতুল মু'মিনূন)*

([৪৯]) আল্লাহর অবাধ্যতায় (পাপকাজে) খরচ করা অপব্যয় এবং আল্লাহর পথে খরচ না করা কৃপণতা। আর আল্লাহর নির্দেশানুসারে ও তাঁর আনুগত্যের পথে খরচ করা হল মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। *(ফাতহুল কাদীর)* অনুরূপ আবশ্যকীয় খরচে ও বৈধ খরচেও সীমা অতিক্রম করা অপব্যয় বলে গণ্য। অতএব সে ক্ষেত্রেও সাবধানতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা একান্ত জরুরী।

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (٦٨)

(৬৮) এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না[৫০] এবং ব্যভিচার করে না। [৫১] আর যারা এগুলি করে, তারা শাস্তি ভোগ করবে।

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً(٦٩)

(৬৯) কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে।

إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (٧٠)

(৭০) তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে[৫২] আল্লাহ তাদের পাপকর্মগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন।[৫৩] আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَاباً(٧١)

(৭১) যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ অভিমুখী হয়।[৫৪]

وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً (٧٢)

(৭২) এবং (তারাই পরম দয়াময়ের দাস) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না[৫৫] এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে।[৫৬]

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّاً

(৭৩) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না।[৫৭]

([৫০]) যথার্থ কারণের তিনটি অবস্থা হতে পারে। যেমন, মুসলিম হওয়ার পর যদি কেউ মুর্তাদ্দ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়, বিবাহের পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় অথবা কাউকে হত্যা করে, তাহলে এই তিন অবস্থাতেই তাকে হত্যা করা হবে।

([৫১]) হাদীসে এসেছে, রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সব থেকে বড় পাপ কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" বলা হল, 'তারপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "সন্তানকে খেতে দেওয়ার ভয়ে হত্যা করা।" বলা হল, 'তারপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।" তারপর তিনি বললেন, "উক্ত কথাগুলোর সত্যতা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।" তারপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। *(বুখারী সূরা বাক্বারার তাফসীর, মুসলিম ঈমান অধ্যায়)*

([৫২]) এখান হতে বুঝা যায় যে, বিশুদ্ধ তওবা দ্বারা পৃথিবীতে সমস্ত পাপ মোচন হতে পারে; তাতে তা যত বড়ই হোক না কেন। আর সূরা নিসার ৯৩ আয়াতে মু'মিন হত্যার শাস্তি যে জাহান্নাম বলা হয়েছে, তা ঐ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বুঝতে হবে, যখন সে তওবা করবে না; বরং বিনা তওবায় মৃত্যু বরণ করবে। কারণ হাদীসে আছে যে, একশত লোক হত্যাকারীকেও তওবার কারণে মহান আল্লাহ ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন। *(মুসলিম তাওবা অধ্যায়)*

([৫৩]) এর একটা অর্থ এই যে, মহান আল্লাহ তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। ইসলাম গ্রহণের আগে সে পাপাচার করত, এখন সে সৎকর্ম করে, আগে শির্ক করত এখন শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে। আগে কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়ত। আর এখন সে মুসলিমদের দলভুক্ত হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইত্যাদি। এর অন্য একটি অর্থ ঃ তার পাপগুলো নেকী দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেওয়া হয়।। এর প্রমাণ হাদীসেও পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি ঐ ব্যক্তিকে জানি যে, সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে ও সর্বশেষে জাহান্নাম হতে বের হবে। সে হবে ঐ ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে যার ছোট ছোট পাপগুলো তুলে ধরা হবে আর বড় বড় পাপগুলি একদিকে রেখে দেওয়া হবে। তাকে বলা হবে, 'তুমি অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক পাপ করেছিলে?' সে স্বীকৃতিবাচক জবাব দেবে এবং অস্বীকার করার কোন ক্ষমতা তার থাকবে না। তাছাড়া সে এই ব্যাপারেও ভয় পাবে যে, এক্ষনি তার বড় বড় পাপগুলি তুলে ধরা হবে। এমতাবস্থায় বলা হবে, 'যাও! তোমার প্রত্যেক পাপের বদলে এক একটি নেকী।' আল্লাহর এই দয়া দেখে সে বলবে, 'এখনও তো আমি আমার অনেক আমল দেখছি না।" এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন, এমনকি তার দাঁত দেখা গেল। *(মুসলিম ঃ ঈমান অধ্যায়)*

([৫৪]) প্রথম তওবার সম্পর্ক কুফর ও শির্কের সাথে। আর এই তওবার সম্পর্ক অন্যান্য সমস্ত পাপ ও ত্রুটির সাথে।

([৫৫]) زور এর অর্থ মিথ্যা। আর প্রত্যেক বাতিল জিনিসই হল মিথ্যা। সেই কারণে মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে নিয়ে কুফর, শির্ক ও প্রত্যেকটি অন্যায় ও অবৈধ কাজ যেমন (অবৈধ) মেলা-খেলা, গান-বাজনা এবং অন্যান্য জাহেলী কর্মকান্ড সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রহমানের বান্দাদের গুণ এই যে, তারা উক্ত সকল প্রকার মিথ্যা কথা বা মিথ্যা অনুষ্ঠান ও মজলিসে উপস্থিত হয় না। يَشْهَدُون এর দ্বিতীয় অর্থ উপস্থিত হওয়া।

([৫৬]) لَغو এমন প্রত্যেক কথা ও কাজকে বলা হয়, যাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন উপকার নেই। অর্থাৎ এমন কাজে ও কথায় তারা অংশগ্রহণ করে না; বরং চুপচাপ নিজ সম্মান বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়।

([৫৭]) অর্থাৎ, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় না ও অমনোযোগী হয় না। এমন নয় যে, তারা কানে কালা; শুনতে পায় না অথবা চোখে কানা; দেখতে পায় না। বরং তারা ধ্যান দিয়ে শোনে।

وَعُمْيَاناً (٧٣)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً (٧٤)

(৭৪) এবং যারা (প্রার্থনা করে) বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর[৫৮] এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।'[৫৯]

أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاماً (٧٥)

(৭৫) তাদেরকে ধৈর্যাবলম্বনের প্রতিদান স্বরূপ (বেহেশ্তের) কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভিবাদন ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً (٧٦)

(৭৬) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে তা কত উৎকৃষ্ট!

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً (٧٧)

(৭৭) বল, 'তোমাদের দুআ (আহবান) না থাকলে আমার প্রতিপালক তোমাদের কোন পরোয়াই করতেন না।[৬০] তোমরা (দ্বীনকে) মিথ্যাজ্ঞান করেছ, ফলে অনিবার্য (শাস্তি) নেমে আসবে।'[৬১]

সূরা শুআ'রা

(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ২৬, আয়াত সংখ্যা ঃ ২২৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

طسم (١)

(১) ত্বা-সীম-মীম।

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢)

(২) এগুলি সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣)

(৩) ওরা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বে।[৬২]

إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤)

(৪) আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে ওদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতে পারি, ফলে তার প্রতি তাদের ঘাড় নত হয়ে পড়বে।[৬৩]

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (٥)

(৫) যখনই ওদের নিকট পরম দয়াময়ের কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٦)

(৬) ওরা অবশ্যই মিথ্যাজ্ঞান করেছে। সুতরাং ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার বার্তা শীঘ্রই এসে পড়বে।[৬৪]

([৫৮]) অর্থাৎ, তাদেরকে নিজের আজ্ঞাবহ ও আমাদের অনুগত বানাও; যাতে আমাদের চোখ ঠান্ডা হয়।

([৫৯]) অর্থাৎ, এমন সুন্দর আদর্শস্বরূপ বানাও যে, সৎকাজে তারা যেন আমাদের অনুসরণ করে।

([৬০]) দুআ ও আহবানের অর্থ আল্লাহকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা। অর্থ এই যে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত করা। এমন না করলে আল্লাহর কোন পরোয়া নেই। আল্লাহর নিকট মানুষের মূল্যায়ন ও মান নির্ণয় তাঁর প্রতি ঈমান ও তাঁর ইবাদতের ভিত্তিতেই হবে।

([৬১]) এখানে কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহকে মিথ্যা মনে করেছ অতএব তার শাস্তি অবশ্যই তোমাদেরকে ভুগতে হবে। সুতরাং পৃথিবীতে এই অনিবার্য শাস্তি বদরে পরাজয়রূপে তারা পেয়েছে এবং পরকালে জাহান্নামে চিরস্থায়ী আযাবও তাদেরকে ভুগতে হবে।

([৬২]) নবী ﷺ-এর অন্তরে মানুষের প্রতি যে মমতা এবং তাদের হিদায়াতের জন্য তাঁর অন্তরে যে ব্যাকুলতা অনুভব করতেন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এখানে।

([৬৩]) অর্থাৎ, যাকে মান্য না করে ও যার উপর ঈমান না এনে কোন উপায় থাকবে না। কিন্তু এরূপ করলে বাধ্য করার প্রশ্ন উঠত। যেহেতু আমি মানুষকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দান করেছি; যাতে তাদের পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। সেই কারণে আমি এ ধরনের নিদর্শন অবতীর্ণ করা হতেও বিরত থেকেছি; যাতে আমার নিয়ম প্রভাবিত না হয়। আর শুধুমাত্র নবী-রসূল প্রেরণ ও কিতাসমূহ অবতীর্ণ করাই যথেষ্ট হয়েছে।

([৬৪]) অর্থাৎ, মিথ্যাজ্ঞান করার পরিণামস্বরূপ আমার শাস্তি অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করবে, যাকে তারা অসম্ভব মনে ক'রে ঠাট্টা ও উপহাস করছে। এ শাস্তি পৃথিবীতেও সম্ভব, যেমন বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। অন্যথা আখেরাতে তা থেকে বাঁচার কোন রাস্তা নেই। ঠাট্টা-বিদ্রূপের বার্তা আসার কথা বলা হয়েছে, মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়নি। কারণ প্রথমতঃ ঠাট্টা-বিদ্রূপে

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (٧)

(৭) ওরা কি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি ওতে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট কত উদ্ভিদ উদ্গত করেছি! [৬৫]

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٨)

(৮) নিশ্চয় ওতে আছে নিদর্শন, [৬৬] কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। [৬৭]

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٩)

(৯) এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। [৬৮]

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠)

(১০) স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন, 'তুমি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের নিকট যাও; [৬৯]

قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ (١١)

(১১) ফিরআউনের সম্প্রদায়ের নিকট। ওরা কি ভয় করে না?'

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (١٢)

(১২) তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ(١٣)

(১৩) এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে, [৭০] আমার জিহ্বা অচল হয়ে যাচ্ছে। [৭১] সুতরাং হারূনের প্রতিও (প্রত্যাদেশ) পাঠাও। [৭২]

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (١٤)

(১৪) আমার বিরুদ্ধে ওদের এক অভিযোগ আছে, আমি আশংকা করি, ওরা আমাকে হত্যা করবে।' [৭৩]

قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥)

(১৫) আল্লাহ বললেন, 'না, কিছুতেই পারবে না। অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও; [৭৪] নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সঙ্গে শ্রবণকারী থাকব। [৭৫]

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦)

(১৬) অতএব তোমরা ফিরআউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসূল।

মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও মিথ্যা ভাবা দুই শামিল। আর দ্বিতীয়তঃ ঠাট্টা-বিদ্রূপ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও মিথ্যাজ্ঞান করার চাইতে বড় অপরাধ। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([৬৫]) زَوج এর দ্বিতীয় অর্থ এখানে প্রকার বা শ্রেণী করা হয়েছে। অর্থাৎ, নানান প্রকার জিনিস উৎপন্ন করেছি যা উৎকৃষ্ট; অর্থাৎ মানুষের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী। যেমন শস্য, ফলমূল ও জীবজন্তু ইত্যাদি।

([৬৬]) অর্থাৎ, যখন মহান আল্লাহ মৃত মাটি হতে এ সমস্ত জিনিস উৎপন্ন করতে পারেন, তখন তিনি কি মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে পারবেন না?

([৬৭]) অর্থাৎ, তাঁর এ মহাশক্তি দেখার পরও বেশীর ভাগ লোক আল্লাহ তথা রসূলকে মিথ্যাজ্ঞান ক'রে ঈমান আনে না।

([৬৮]) অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর উপর তাঁর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব রয়েছে তথা প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে তিনি সর্বতোভাবে সক্ষম; কিন্তু যেহেতু তিনি দয়াবান, সেহেতু তিনি হঠাৎ ধরে বসেন না। বরং পূর্ণ অবকাশ দেন ও তারপর পাকড়াও করেন।

([৬৯]) এটা প্রভুর ঐ সময়কার আহবান যখন মূসা ﷺ মাদয়্যান হতে নিজ পরিবারসহ ফিরছিলেন। রাস্তায় তাপ গ্রহণের জন্য আগুনের প্রয়োজন বোধ হলে আগুনের খোঁজে তূর পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে এক অদৃশ্য আহবান তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং নবুঅত দানে ধন্য করা হয়। আর অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

([৭০]) এই ভয়ে যে, ওরা বড় উদ্ধত, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। এখান হতে বোঝা গেল যে, নবীগণও প্রকৃতিগত ভয়ে ভীত হতে পারেন।

([৭১]) এখানে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মূসা ﷺ বাক্‌পটু ছিলেন না। অথবা এই যে, মুখে আগুনের আঙ্গার ভরে নেওয়ার জন্য তিনি তোতলা হয়ে গিয়েছিলেন; যেমন মুফাস্‌সিরগণ বর্ণনা ক'রে থাকেন।

([৭২]) অর্থাৎ, জিব্রাঈল ﷺ-কে তার নিকট অহী দিয়ে পাঠান এবং তাকেও অহী ও নবুঅত দিয়ে আমার সহকারী বানান।

([৭৩]) এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঐ হত্যার প্রতি, যা মূসা ﷺ কর্তৃক অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে গিয়েছিল। যাকে হত্যা করা হয়েছিল সে ছিল কিবতী; ফিরআউনের দলের লোক। সেই কারণে ফিরআউন মূসা ﷺ-কে তার প্রতিশোধে হত্যা করতে চাচ্ছিল। যার সংবাদ পেয়ে মূসা ﷺ মিসর ছেড়ে মাদয়্যান চলে যান। যদিও উক্ত ঘটনার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছিল। তবুও এ আশঙ্কা ছিল যে, ফিরআউন সেই অপরাধে তাঁকে ধরে হত্যার শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করবে। সেই কারণে এই ভয়ও অযথা ছিল না।

([৭৪]) মহান আল্লাহ সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, তোমরা উভয়ে যাও এবং আমার বাণী পৌঁছে দাও। তোমরা যার আশংকা করছ, তা হতে আমি তোমাদেরকে হিফাযত করব। 'নিদর্শন' বলতে ঐসব দলীল-প্রমাণাদি, যার দ্বারা প্রত্যেক নবীকে সমৃদ্ধ করা হয়। বা ঐসব মু'জিযা (অলৌকিক বস্তু) যা মূসা ﷺ-কে দান করা হয়েছিল; যেমন শুভ্র হাত ও লাঠি ইত্যাদি।

([৭৫]) অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু বলবে ও সে প্রত্যুত্তরে যা কিছু বলবে, আমি সব শুনব। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি তোমাদেরকে রিসালাতের দায়িত্ব দেওয়ার পর তোমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসীন হব না। বরং আমার সাহায্য তোমাদের সঙ্গে থাকবে। এখানে 'সঙ্গ' বলতে সহায়তা ও সমর্থন বুঝানো হয়েছে।

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٧)

(১৭) সুতরাং আমাদের সঙ্গে বনী-ইস্রাঈলকে যেতে দাও।'[৭৬]

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ(١٨)

(১৮) ফিরআউন বলল, 'আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করিনি[৭৭] এবং তুমি কি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটাও নি?[৭৮]

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ(١٩)

(১৯) তুমি তো যা অপরাধ করার তা করেছ, আর তুমি হলে অকৃতজ্ঞ।'[৭৯]

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (٢٠)

(২০) মূসা বলল, 'আমি সে অপরাধ করেছিলাম, যখন আমি বিভ্রান্ত ছিলাম।[৮০]

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢١)

(২১) অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন আমি তোমাদের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে রসূল করেছেন।[৮১]

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٢٢)

(২২) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছ, তা তো এ যে, তুমি বনী ইস্রাঈলকে দাসে পরিণত করেছ।'[৮২]

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣)

(২৩) ফিরআউন বলল, 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কি?'[৮৩]

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢٤)

(২৪) মূসা বলল, 'তিনি হচ্ছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।'

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ (٢٥)

(২৫) ফিরআউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা শুনছ তো!'[৮৪]

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ (٢٦)

(২৬) মূসা বলল, 'তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক।'

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧)

(২৭) ফিরআউন বলল, 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি তো এক বদ্ধ পাগল।'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ

(২৮) মূসা বলল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক;[৮৫] যদি তোমরা বুঝে থাক।'

([৭৬]) অর্থাৎ, একটি কথা তুমি এই বল যে, আমি তোমার কাছে নিজের ইচ্ছায় আসিনি; বরং আল্লাহর প্রতিনিধি ও রসূল হিসাবে এসেছি। আর দ্বিতীয় কথা, তুমি (চারশ' বছর ধরে) বনী-ইস্রাঈলকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ রেখেছ, তাদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দাও; আমি তাদেরকে শাম দেশে নিয়ে যাব। যেহেতু এ বিষয়ে আল্লাহ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন।

([৭৭]) ফিরআউন মূসার ﷺ-এর আহবান ও দাবীর কথা চিন্তা-ভাবনা না ক'রে তাকে অপমান ও লজ্জিত করতে শুরু করল; বলল, 'তুমি কি সেই নও, যে আমার কোলে ও আমার বাড়িতে লালিত-পালিত হয়েছে; যখন আমি বনী-ইস্রাঈলের সন্তানদেরকে হত্যা করছিলাম?'

([৭৮]) কেউ কেউ বলেন, মূসা ﷺ ফিরআউনের রাজ-প্রাসাদে ১৮ বছর, কেউ বলেন ৩০ বছর, আবার কেউ বলেন ৪০ বছর কাটিয়েছেন। অর্থাৎ, এতদিন আমার কাছে কাটানোর পর কয়েক বছর এদিক সেদিকে থেকে এসে নবুঅতের দাবী করতে শুরু করেছ?

([৭৯]) অর্থাৎ, আমার খেয়ে আমার দলের একটি লোককে হত্যা ক'রে আমার অকৃতজ্ঞও হয়েছ।

([৮০]) অর্থাৎ, এই হত্যা ইচ্ছাকৃত ছিল না। বরং শুধু একটি ঘুসি মারা হয়েছিল, যাতে সে মারা যায়। তাছাড়া এ ঘটনাও ছিল নবুঅতের পূর্বের; যখন আমাকে জ্ঞানের এ আলোক-বর্তিকা দেওয়া হয়নি।

([৮১]) পূর্বে যা কিছু হয়েছে, তা ভুলে যাও। এখন আমি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। যদি আমার আনুগত্য কর, তাহলে বেঁচে যাবে, অন্যথা তোমার ধ্বংস সুনিশ্চিত।

([৮২]) অর্থাৎ, এটি উত্তম অনুগ্রহ যা তুমি স্মরণ করাচ্ছ। তুমি অবশ্যই আমাকে দাস বানাওনি; বরং মুক্ত রেখেছ। কিন্তু আমার পুরো জাতিকেই গোলাম বানিয়ে রেখেছ। এই মহা অত্যাচারের পরিবর্তে এই সামান্য অনুগ্রহের মূল্য কোথায়?

([৮৩]) এটি সে প্রশ্ন স্বরূপ জিজ্ঞাসা করেনি বরং গর্ব ও অহংকারবশতঃ জিজ্ঞাসা করেছিল। কারণ, তার দাবী ছিল, {مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي} অর্থাৎ, আমি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন মা'বূদকেই জানি না। *(সূরা কাসাস ৩৮ নং আয়াত)*

([৮৪]) অর্থাৎ, তোমরা কি তার কথায় আশ্চর্য বোধ কর না? আমি ছাড়া কি কোন উপাস্য আছে?

([৮৫]) যিনি পূর্বকে পূর্ব বানিয়েছেন, যেদিকে নক্ষত্রমালা উদিত হয় ও পশ্চিমকে পশ্চিম বানিয়েছেন যেদিকে নক্ষত্রমালা অস্ত যায়। অনুরূপ এই দুয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সে সমস্তর প্রভু ও তাদের ব্যবস্থাপক তিনিই।

تَعْقِلُونَ(٢٨)

(২৯) ফিরআউন বলল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে কারারুদ্ধ করব।'[৮৬]

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ(٢٩)

(৩০) মূসা বলল, 'আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন (নিদর্শন) আনয়ন করলেও কি?'[৮৭]

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (٣٠)

(৩১) ফিরআউন বলল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তা আনয়ন কর।'

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣١)

(৩২) সুতরাং মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, আর তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগরে পরিণত হল।[৮৮]

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (٣٢)

(৩৩) এবং (মূসা) তার হাত বের করল, আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র-উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।[৮৯]

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (٣٣)

(৩৪) ফিরআউন তার পারিষদবর্গকে বলল, 'এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর।[৯০]

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (٣٤)

(৩৫) এ দেশ হতে তার যাদুবলে তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করতে চায়! এখন তোমরা কি করবে বল?'[৯১]

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ(٣٥)

(৩৬) ওরা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দিন এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠান।

قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٣٦)

(৩৭) যেন তারা আপনার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।'[৯২]

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (٣٧)

(৩৮) অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদের একত্র করা হল।[৯৩]

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (٣٨)

([৮৬]) ফিরআউন যখন দেখল যে, মূসা ﷺ বিভিন্নভাবে বিশ্ব-প্রভুর পূর্ণ প্রভুত্বের বর্ণনা দিচ্ছেন, যার সঠিক কোন উত্তর তার কাছে নেই, তখন সে দলীল-প্রমাণকে দৃষ্টিচ্যুত ক'রে হুমকি দিতে শুরু করল।

([৮৭]) অর্থাৎ, এমন কোন জিনিস বা 'মু'জিযা' যার দ্বারা প্রকাশ পায় যে, আমি সত্য এবং সত্যই আমি আল্লাহর রসূল, তবুও কি আমার সত্যতা তুমি মেনে নেবে না?

([৮৮]) কোন কোন জায়গায় ثُعبان কে حَيَّة আবার কোথাও جَانّ বলা হয়েছে। ثُعبان বড় (অজগর) সাপকে বলা হয়। جَانّ ছোট সাপকে বলা হয়। আর حَيَّــة ছোট-বড় উভয় ধরনের সাপকে বলা হয়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* লাঠি প্রথমতঃ ছোট সাপের আকার ধারণ করে ও পরে তা অজগরে পরিণত হয়। والله أعلم

([৮৯]) অর্থাৎ, যখন জামার বুকের উন্মুক্ত অংশ হতে হাত বের করলেন, তখন তা চাঁদের টুকরার মত চমকাতে লাগল। এই দ্বিতীয় মু'জিযাটিও মূসা ﷺ পেশ করলেন।

([৯০]) ফিরআউন এই সমস্ত মু'জিযা দেখে মূসাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া ও তার উপর ঈমান আনার পরিবর্তে মিথ্যাজ্ঞান ও বিদ্বেষের পথ অবলম্বন করল। আর মূসা ﷺ-এর ব্যাপারে বলল, 'এ তো একজন সুদক্ষ যাদুকর।'

([৯১]) তারপর নিজ জাতিকে আরো উত্তেজিত করার জন্য বলল যে, সে এ সব ভেল্কি ও যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের ক'রে স্বয়ং নিজে তার দখলদার হতে চায়। এখন বল, তোমাদের মতামত কি? অর্থাৎ, এখন তার সাথে কি ব্যবহার করা যায়?

([৯২]) অর্থাৎ, এদের দু'জনকে এখন তাদের নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিন এবং সমস্ত শহর হতে জাদুকরদের একত্রিত ক'রে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা-সভা অনুষ্ঠিত হোক; যাতে তাদের যাদুর জবাব দেওয়া যায় এবং আপনার সমর্থন ও জয় হয়। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে সৃষ্টিগত একটি ব্যবস্থা, যাতে লোক এক জায়গায় একত্রিত হয় এবং এ সব প্রমাণাদি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে; যা মূসা ﷺ-কে মহান আল্লাহ দান করেছিলেন।

([৯৩]) অতঃপর মিসর ও তার আশ-পাশ হতে যাদুকরদের একটি বিরাট দল জমা করা হল। বিভিন্ন বর্ণনামতে যাদের সংখ্যা ছিল ১২ হাজার বা ১৭ হাজার বা ১৯ হাজার বা ৮০ হাজার। তবে আসল সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। কারণ, কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যাপারে সঠিক দলীল নেই। এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফ ও সূরা ত্বাহায় করা হয়েছে। অর্থাৎ, ফিরআউনের স্বজাতি কিবতীরা আল্লাহর জ্যোতিকে ফুৎকারে নিভাতে চেয়েছিল; কিন্তু আল্লাহ তা পরিপূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, কুফ্‌র ও ঈমানের এ সংঘর্ষ সর্বযুগে এ রকমই হয়ে এসেছে যে, যখনই কুফ্‌র তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে মুকাবেলার জন্য ঈমানের সামনে এসেছে, মহান আল্লাহ ঈমানকে সম্মানিত ও বিজয়ী করেছেন। {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ } (١٨) سورة الأنبياء

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (٣٩)

(৩৯) এবং লোকদের বলা হল, 'তোমরাও একত্র হও।[৯৪]

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (٤٠)

(৪০) যেন যাদুকররা বিজয়ী হলে, আমরা ওদের অনুসরণ করতে পারি।'

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (٤١)

(৪১) যাদুকরেরা ফিরআউনের নিকট এসে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই, তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?'

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٢)

(৪২) ফিরআউন বলল, 'হ্যাঁ, তখন তোমরা আমার পারিষদবর্গের শামিল হবে।'

قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٤٣)

(৪৩) মূসা ওদেরকে বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার, তা নিক্ষেপ কর।'[৯৫]

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (٤٤)

(৪৪) অতঃপর ওরা ওদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং ওরা বলল, 'ফিরআউনের ইজ্জতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব।'[৯৬]

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٥)

(৪৫) অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; সহসা তা ওদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল।

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (٤٦)

(৪৬) তখন যাদুকরেরা সিজদাবনত হল,

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٧)

(৪৭) এবং বলল, 'বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম;

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (٤٨)

(৪৮) যিনি মূসা এবং হারূনেরও প্রতিপালক।'

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (٤٩)

(৪৯) ফিরআউন বলল, 'কি! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা ওতে বিশ্বাস করলে? দেখছি এ-ই তো তোমাদের প্রধান; যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে।[৯৭] শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীতভাবে কেটে নেব এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করব।'[৯৮]

([৯৪]) জনসাধারণকে তাকীদ করা হচ্ছে যে, তোমাদেরকেও এই যাদু-যুদ্ধ দেখার জন্য উপস্থিত থাকতে হবে।

([৯৫]) মূসার পক্ষ হতে যাদুকরদের খেলা দেখানোর আহবান জানানোর মধ্যে এই হিকমত থাকতে পারে যে, প্রথমতঃ তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে যাক, তিনি আল্লাহর পয়গম্বর। এত বিশাল সংখ্যক বিখ্যাত যাদুকরদের জমা হওয়া ও তাদের যাদু খেলায় মোটেই ভীত নয়। দ্বিতীয়তঃ এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, যখন পরে আল্লাহর আদেশে এ সমস্ত যাদু এক নিমেষে শেষ হয়ে যাবে, তখন দর্শকদের উপর এর একটা বিরাট প্রভাব পড়বে আর এভাবে বেশী বেশী মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। অতএব সেই মতই হল; বরং যাদুকরেরাই প্রথমে ঈমান আনল, যেমন পরে বলা হয়েছে।

([৯৬]) যেমন সূরা আ'রাফ ও ত্বাহায় আলোচিত হয়েছে যে, ঐ সমস্ত যাদুকরেরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বিরাট যাদু পেশ করল। {سَحَرُواْ أَعۡيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرۡهَبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحۡرٍ عَظِيمٖ} (١١٦) سورة الأعراف এমনকি মূসা ﷺও একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। {فَأَوۡجَسَ فِي نَفۡسِهِۦ خِيفَةٗ مُّوسَىٰ} (٦٧) سورة طه বলা বাহুল্য, ঐ সব যাদুকরদের নিজেদের সাফল্যের উপর বিরাট আস্থা ছিল, যেমন এখানে এই আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মূসা ﷺ-কে সান্ত্বনা দিলেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমার লাঠিটি মাটিতে ফেল! সুতরাং লাঠি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে এক ভয়ংকর অজগরের রূপ ধারণ করল। আর একটি একটি করে তাদের যাদুর তৈরী সমস্ত জিনিসগুলোকে গিলে ফেলল। যেমন পরের আয়াতে বলা হয়েছে।

([৯৭]) ফিরআউনের জন্য এ ঘটনা বিরাট বিচিত্র ও অত্যন্ত বিস্ময়কর ছিল যে, যেসব যাদুকরদের সাহায্যে সাফল্য ও বিজয়ের আশা করেছিল, শুধু তারা আজ পরাজিতই নয় বরং ভরা সভায় তারা ঐ প্রভুর উপর ঈমান এনে বসল, যে প্রভু মূসা ও হারূন (আঃ)কে দলীল ও মু'জিযা দিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ফিরআউন চিন্তা-ভাবনা করা ও ঈমান আনার পরিবর্তে অহংকার ও বিদ্বেষের পথ অবলম্বন করল এবং যাদুকরদেরকে ভয় দেখাতে ও হুমকি দিতে শুরু করল, আর বলল যে, মনে হচ্ছে তোমরা তারই ছাত্র। আর তোমাদের উদ্দেশ্য মনে হচ্ছে, এই ষড়যন্ত্র দ্বারা আমাদেরকে এখান হতে বের ক'রে দেওয়া। {إِنَّ هَٰذَا لَمَكۡرٞ مَّكَرۡتُمُوهُ فِي ٱلۡمَدِينَةِ لِتُخۡرِجُواْ مِنۡهَآ أَهۡلَهَا} (١٢٣) سورة الأعراف

([৯৮]) বিপরীতভাবে হাত-পা কাটার অর্থ হল, ডান হাত ও বাম পা আর বাম হাত ও ডান পা। এরপর শূলে চড়ানো আলাদা বিষয়। অর্থাৎ, হাত-পা কেটে নেওয়ার হুমকি দেওয়ার পরও তার ক্রোধ ঠান্ডা হল না; বরং শূলবিদ্ধ করার কথাও ঘোষণা করল।

قَالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (٥٠)

(৫০) ওরা বলল, 'কোন ক্ষতি নেই,[৯৯] নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (٥١)

(৫১) আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ক্ষমা করবেন; কারণ আমরা বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রণী।'[১০০]

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ(٥٢)

(৫২) আমি মূসার প্রতি এ মর্মে প্রত্যাদেশ করলাম যে, আমার দাসদের নিয়ে রজনীযোগে বের হয়ে যাও, অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।[১০১]

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٥٣)

(৫৩) অতঃপর ফিরআউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠিয়ে দিল

إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (٥٤)

(৫৪) এ বলে যে, বনী-ইস্রাঈল তো ক্ষুদ্র একটি দল,[১০২]

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (٥٥)

(৫৫) ওরা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে।[১০৩]

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (٥٦)

(৫৬) এবং আমরা তো একদল সদা সতর্ক।[১০৪]

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٧)

(৫৭) পরিণামে আমি ফিরআউন-গোষ্ঠীকে ওদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে বহিষ্কৃত করলাম,

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٨)

(৫৮) এবং ধনভান্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে।[১০৫]

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩)

(৫৯) এরূপই ঘটল এবং বনী-ইস্রাঈলকে এ সমুদয়ের অধিকারী করলাম।[১০৬]

فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (٦٠)

(৬০) ওরা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।[১০৭]

---

(৯৯) ضَيْر ১ কোন ক্ষতি নেই বা আমাদের কোন পরোয়া নেই। অর্থাৎ যে শাস্তিই তুমি আমাদের দিতে চাও, দাও। আমরা ঈমান আনা হতে বিরত হব না।

(১০০) أَوَّلَ الْمُؤمِنِين (বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রণী) এই হিসাবে বলা হয়েছে যে, ফিরআউনের জাতি মুসলমান ছিল না। তারাই ঈমান আনার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

(১০১) যখন মূসা ﷺ মিসরে দীর্ঘ দিন অবস্থান করলেন এবং বিভিন্নভাবে ফিরআউন তথা তার পারিষদদের নিকট দলীল প্রমাণিত হয়ে গেল, আর তা সত্ত্বেও সে ঈমান আনার জন্য তৈরী হল না, তখন এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না যে, তাকে শাস্তি দিয়ে শিক্ষার বিষয় করা হোক। অতএব মূসাকে আল্লাহ তাআলা আদেশ করলেন, তুমি রাত্রি বেলায় বনী-ইস্রাঈলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়। আর তিনি বললেন, ভয়ের কিছু নেই, ফিরআউন দলবলসহ তোমাদের পিছু পিছু আসবে।

(১০২) এটি তুচ্ছ ভেবে বলা হয়েছে। যদিও তাদের সংখ্যা ছ'লাখ বলা হয়ে থাকে।

(১০৩) আমাদের বিনা অনুমতিতে তাদের এখান হতে পলায়ন আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে।

(১০৪) এই কারণে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।

(১০৫) অর্থাৎ, ফিরআউন ও তার সৈন্য-সামন্ত বনী-ইস্রাঈলের পিছু নিল ঠিকই, কিন্তু তাদের আর নিজেদের ঘরে ফিরার সৌভাগ্য হল না। এইভাবে মহান আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় ও হিকমতে তাদেরকে সমস্ত নিয়ামত হতে বঞ্চিত ক'রে অন্যদেরকে তার উত্তরাধিকারী করলেন।

(১০৬) অর্থাৎ, যে ক্ষমতা ও রাজত্ব ফিরআউন অর্জন করেছিল, তা তার কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়ে বনী-ইস্রাঈলকে দিয়ে দিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ এই যে, মিসরের মত রাজ্য ও পার্থিব সুখ বনী-ইস্রাঈলকে (অন্যত্র) দান করলাম। কারণ বনী-ইস্রাঈল মিসর হতে বের হয়ে যাওয়ার পর তারা দ্বিতীয়বার মিসরে ফিরে আসেনি। তাছাড়া সূরা দুখানে (২৮নং আয়াতে) বলা হয়েছে, {كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ} অর্থাৎ, অন্য জাতিকে আমি তার উত্তরাধিকারী বানালাম। *(আইসারুত্তাফসীর)* প্রথমোক্ত বিদ্বানগণ বলেন যে, قومًا آخَرين এর মধ্যে قوم শব্দটি যদিও ব্যাপক, কিন্তু এখানে সূরা শুআরাতে বনী-ইস্রাঈলকে উত্তরাধিকারী করার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অতএব মিসরের উত্তরাধিকারী বনী-ইস্রাঈল জাতিই হবে। কিন্তু খোদ কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, বনী-ইস্রাঈলদের মিসর হতে বের হওয়ার পর তাদেরকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। আর তাদের অস্বীকার করার কারণে চল্লিশ বছর তাদেরকে তীহ ময়দানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। তারপর তারা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং মূসা ﷺ-এর কবর মি'রাজের হাদীস অনুসারে বায়তুল মাক্বদিসের নিকটই রয়েছে। এই কারণে এর সঠিক অর্থ এই যে, যেমন দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী মিসরে ফিরআউনদের ছিল, অনুরূপ ভোগ-সামগ্রী বনী-ইস্রাঈলকেও দান করা হয়েছিল। কিন্তু তা মিসরে নয়; বরং প্যালেস্টাইনে।

(১০৭) যখন সকাল হল এবং ফিরআউন জানতে পারল যে, বনী-ইস্রাঈল রাত্রে পলায়ন করেছে, তখন তার মর্যাদা ও ক্ষমতায় আঘাত লাগলো এবং সূর্য ওঠার সাথে সাথেই তাদের পিছু ধাওয়া করল।

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٦١)

(৬১) অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।'[১০৮]

قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢)

(৬২) মূসা বলল, 'কিছুতেই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।'[১০৯]

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣)

(৬৩) অতঃপর মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।'[১১০] ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল।[১১১]

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ (٦٤)

(৬৪) আমি অপর দলটিকে সেখানে উপনীত করলাম।[১১২]

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٦٥)

(৬৫) এবং মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে আমি উদ্ধার করলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ (٦٦)

(৬৬) তারপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম।[১১৩]

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٦٧)

(৬৭) এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।[১১৪]

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٦٨)

(৬৮) আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٦٩)

(৬৯) ওদের নিকট ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠)

(৭০) সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কিসের উপাসনা কর?'

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (٧١)

(৭১) ওরা বলল, 'আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে ওদের পূজায় নিরত থাকি।'[১১৫]

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢)

(৭২) সে বলল, 'তোমরা আহবান করলে ওরা কি শোনে?

أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣)

(৭৩) অথবা ওরা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে?'[১১৬]

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٧٤)

(৭৪) ওরা বলল, 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি।'[১১৭]

([১০৮]) অর্থাৎ, ফিরআউনের সৈন্য-সামন্ত দেখে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, যেহেতু সামনে সমুদ্র ও পিছনে ফিরআউনের সৈন্য। এখন বাঁচার পথ কোথায়? আবার আমাদেরকে ফিরআউন ও তার দাসত্বই মেনে নিতে হবে।

([১০৯]) মূসা ﷺ তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন যে, তোমাদের আশঙ্কা অমূলক। দ্বিতীয়বার তোমাদেরকে ফিরআউনের কবলে পড়তে হবে না। আমার প্রভু অবশ্যই পরিত্রাণের পথ বের ক'রে দেবেন।

([১১০]) আল্লাহ তাআলা পথ নির্দেশনা করলেন যে, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত কর। যার ফলে ডান দিকের পানি ডান দিকে এবং বাম দিকের পানি বাম দিকে (সরে গিয়ে) স্থির হয়ে গেল, আর মধ্যে একটি রাস্তা তৈরী হল। বলা হয় যে, বারটি বংশের জন্য ১২টি রাস্তা তৈরী হয়েছিল। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

([১১১]) فِرق সমুদ্রের ভাগ বা অংশ। طَوْد মানে পাহাড়। অর্থাৎ, পানির প্রতিটি অংশ বড় পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে এক মু'জিযা, যাতে মূসা ﷺ ও তাঁর জাতি ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই ইলাহী সাহায্য ছাড়া ফিরআউনের কবল হতে মুক্তি সম্ভব ছিল না।

([১১২]) 'অপর দলটি' বলতে ফিরআউন ও তার সৈন্যদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমি অন্য দলটিকে সমুদ্রের নিকটবর্তী ক'রে দিলাম।

([১১৩]) মূসা ﷺ ও তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে আমি পরিত্রাণ দিলাম এবং ফিরআউন ও তার সৈন্যরা যখন ঐ রাস্তা পার হতে লাগল, তখন আমি সমুদ্রকে আগের মত স্বাভাবিক হতে আদেশ করলাম। যার ফলে ফিরআউন তার সৈন্যসহ ডুবে মরল।

([১১৪]) যদিও এই ঘটনা একটি বড় নিদর্শন, যাতে আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে, তবুও অধিকাংশ মানুষ তা শুনে ঈমান আনার নয়।

([১১৫]) অর্থাৎ, দিবা-রাত্রি ওদেরই উপাসনা করি।

([১১৬]) অর্থাৎ, যদি তোমরা ওদের ইবাদত না কর, তাহলে কি ওরা তোমাদের ক্ষতি করে?

([১১৭]) যখন তারা ইব্রাহীম ﷺ-এর প্রশ্নের সঠিক কোন উত্তর দিতে পারল না, তখন তারা উক্ত কথা বলে অব্যাহতি লাভ করল। যেমন আজ-কালও কুরআন-হাদীসের দলীল উপস্থাপিত ক'রে কোন কুপ্রথা বর্জন করার কথা বললে বহু (দাদুপন্থী) লোক অনুরূপ ওজর পেশ ক'রে বলে থাকে, আমরা বংশগতভাবে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এইরূপ করতে দেখে আসছি।

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥)

(৭৫) সে বলল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি[১১৮] তার সম্বন্ধে যার পূজা করছ--

أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ (٧٦)

(৭৬) তোমরা এবং তোমাদের অতীতের পিতৃপুরুষেরা?[১১৯]

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧)

(৭৭) বিশ্বজগতের প্রতিপালক ব্যতীত তারা সকলেই আমার শত্রু।[১২০]

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨)

(৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন।[১২১]

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩)

(৭৯) তিনিই আমাকে খাওয়ান এবং তিনিই আমাকে পান করান।[১২২]

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠)

(৮০) এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন;[১২৩]

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١)

(৮১) এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন।[১২৪]

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢)

(৮২) এবং আশা করি, তিনি কিয়ামতের দিন আমার অপরাধসমূহ মার্জনা ক'রে দেবেন।[১২৫]

رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٣)

(৮৩) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা[১২৬] দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর।

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ (٨٤)

(৮৪) পরবর্তীদের মাঝে আমার সুনাম বজায় রাখ,[১২৭]

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (٨٥)

(৮৫) এবং আমাকে সুখকর (নাঈম) জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

وَاغْفِرْ لأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنْ الضَّالِّينَ (٨٦)

(৮৬) আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, সে তো একজন পথভ্রষ্ট।[১২৮]

অতএব আমরা এ সব ছাড়ব না!

([১১৮]) أَفَرَأَيْتُم এর অর্থ হল فَهَلْ أَبْصَرْتُمْ وَتَفَكَّرْتُمْ অর্থাৎ, তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা ক'রে দেখেছ ?

([১১৯]) কারণ তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করছ? কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন যে, তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের ইবাদত করছ, সেই মা'বূদরা সকলেই আমার শত্রু। অর্থাৎ, আমার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

([১২০]) তিনি আমার শত্রু নন; বরং ইহকাল ও পরকালে তিনি আমার সহায়ক ও বন্ধু।

([১২১]) দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের দিকে।

([১২২]) অর্থাৎ, নানান প্রকার ও বিভিন্ন ধরনের রুযীর সৃষ্টিকর্তা। আর যে পানি আমরা পান করি, তার সরবরাহকারীও তিনি।

([১২৩]) রোগ দূর ক'রে আরোগ্য দানকারীও তিনিই। অর্থাৎ ঔষধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় রোগ দূর করার ক্ষমতা তাঁরই নির্দেশে। তাঁর নির্দেশ ছাড়া ঔষধ কোন কাজ দেয় না। রোগও আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশেই হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইব্রাহীম ﷺ তার সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করেননি; বরং নিজের দিকে করেছেন। তিনি আল্লাহর কথা উল্লেখের সময় আদবের বড় খেয়াল রেখেছেন।

([১২৪]) অর্থাৎ, কিয়ামত দিবসে যখন সমস্ত মানব জাতিকে জীবিত করবেন, তখন তাদের সাথে আমাকেও জীবিত করবেন।

([১২৫]) এখানে 'আশা' নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ, কোন বড় ব্যক্তিত্বের নিকট আশা নিশ্চিত বিশ্বাসের সমতুল্য। আর আল্লাহ তাআলার সত্তা হল এ বিশ্বের সবার চেয়ে মহান। তাঁর কাছে আশা সুনিশ্চিত বিশ্বাস কেন হবে না? সেই জন্য ব্যাখ্যাকারিগণ বলেছেন যে, কুরআনে যেখানেই আল্লাহর ক্ষেত্রে عَسَى (সম্ভবতঃ, আশা করা যায়) শব্দ ব্যবহার হয়েছে, তা সুনিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থে। خَطِيئَة একবচন শব্দ। কিন্তু এখানে خَطَايَا বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নবীগণ যদিও পাপমুক্ত, তাঁদের দ্বারা বড় পাপ হওয়া অসম্ভব। তা সত্ত্বেও কিছু কাজে ত্রুটি ঘটেছে মনে ক'রে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন।

([১২৬]) حُكم বলতে হিকমত, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুঝ, বিবেক, বিচারশক্তি, অথবা নবুঅত ও রিসালত বা আল্লাহর সীমা ও নির্দেশাবলীর জ্ঞান।

([১২৭]) আমার পর কিয়ামত পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে আসবে, তারা আমাকে উৎকৃষ্ট ভাষায় স্মরণ করবে। এখান থেকে বুঝা গেল যে, নেকীর বদলা দুনিয়াতে মহান আল্লাহ প্রশংসা, সুনাম ও সুখ্যাতির মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। ইব্রাহীম ﷺ-কে প্রত্যেক জাতিই ভাল নামে স্মরণ ক'রে থাকে। কেউ তার মহানুভবতা ও মর্যাদাকে অস্বীকার করে না।

([১২৮]) এই দুআ ঐ সময়কার যখন তাঁর নিকট স্পষ্ট ছিল না যে, মুশরিক (আল্লাহর শত্রু)দের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বৈধ নয়। অতঃপর যখন মহান আল্লাহ একথা পরিষ্কার ক'রে দিলেন, তখন তিনি নিজ পিতা হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে গেলেন। *(সূরা তাওবাহ ১১৪ আয়াত)*

وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٧)

(৮৭) এবং আমাকে পুনরুত্থান-দিবসে লাঞ্ছিত করো না।[১২৯]

يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (٨٨)

(৮৮) যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না;

إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩)

(৮৯) সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই; যে আল্লাহর নিকট সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে।'[১৩০]

وَأُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (٩٠)

(৯০) জান্নাত সাবধানীদের নিকটবর্তী করা হবে,

وَبُرِّزَتْ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (٩١)

(৯১) এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম।[১৩১]

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢)

(৯২) ওদের বলা হবে, 'তারা কোথায় যাদের তোমরা উপাসনা করতে;

مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (٩٣)

(৯৩) আল্লাহর পরিবর্তে? ওরা কি তোমাদের সাহায্য করতে আসবে? না ওরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?'[১৩২]

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤)

(৯৪) অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে,[১৩৩]

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥)

(৯৫) এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও।[১৩৪]

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦)

(৯৬) ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে,

تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (٩٧)

(৯৭) 'আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম,

إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨)

(৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম।[১৩৫]

وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ (٩٩)

(৯৯) আমাদেরকে দুষ্কৃতিকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল।[১৩৬]

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠)

(১০০) পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।

وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١)

(১০১) এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই![১৩৭]

([১২৯]) অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের সামনে আমাকে পাকড়াও ক'রে বা শাস্তি দিয়ে। অথবা আমার পিতাকে আযাব দিয়ে বা শাস্তিযোগ্য লোকেদের দলে তার হাশর ক'রে। হাদীসে এসেছে যে, কিয়ামত দিবসে যখন ইব্রাহীম ﷺ নিজ পিতাকে নিকৃষ্ট অবস্থায় দেখবেন, তখন তিনি আবার একবার আল্লাহর সমীপে তার জন্য ক্ষমার দরখাস্ত করবেন এবং বলবেন, 'হে আল্লাহ! এর থেকে বড় অপমান আমার আর কি হতে পারে?' মহান আল্লাহ বলবেন, 'আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।' তারপর তাঁর পিতাকে একটি নোংরা-মাখা হায়েনার রূপে পায়ে ধরে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। *(বুখারী)*

([১৩০]) বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বা সুস্থ নীরোগ অন্তর বলতে এমন অন্তরকে বুঝানো হয়েছে, যা শির্ক হতে পবিত্র। অর্থাৎ, মুমিনদের অন্তর। কারণ কাফের ও মুনাফিক্বের অন্তর হয় অসুস্থ রোগাক্রান্ত। কেউ কেউ বলেন, বিদআত-শূন্য সুন্নতের উপর প্রশান্ত অন্তর। আবার কারো নিকট পার্থিব ভোগ-বিলাস হতে পবিত্র, আবার কারো নিকট মূর্খতার অন্ধকার ও নৈতিক অধঃপতন হতে পবিত্র অন্তর। এ সকল অর্থই ঠিক হতে পারে। কারণ মু'মিনের অন্তর উক্ত সকল প্রকার রোগ ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকে।

([১৩১]) অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নামকে প্রবেশের আগে সামনে আনা হবে। যার দরুন কাফেরদের দুঃখ ও মু'মিনদের আনন্দ আরো বৃদ্ধি পাবে।

([১৩২]) অর্থাৎ, তোমাদের উপর হতে আযাব দূর করে দেবে অথবা তারা নিজেদেরকে তা হতে বাঁচাতে পারবে?

([১৩৩]) অর্থাৎ, দেবতা ও পূজারী সবাইকেই গুদামে মাল রাখার মত এককে অপরের উপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

([১৩৪]) এখানে 'বাহিনী' বলতে তার সেই চেলা-শিষ্যরা, যারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।

([১৩৫]) পৃথিবীতে প্রত্যেক খোদাই করা পাথরের মূর্তি এবং কবরের উপর নির্মিত সুদর্শন গম্বুজ মুশরিকদের কাছে ইলাহী এখতিয়ারের অধিকারী বলে মনে হয়। কিন্তু কিয়ামত দিবসে জানতে পারবে যে, এ ছিল প্রকাশ্য ভ্রষ্টতা, যার ফলে তারা তাদেরকে আল্লাহর সমতুল ভেবে বসেছিল।

([১৩৬]) সেখানে গিয়ে অনুভব করবে যে, অন্য অপরাধীরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। পৃথিবীতে তাদেরকে সতর্ক করা হত যে, অমুক অমুক কাজ ভ্রষ্টতা, বিদআত বা শির্ক। কিন্তু তখন তারা মানত না এবং চিন্তা-ভাবনাও করত না, যাতে তাদের সামনে সত্য ও অসত্য প্রকাশ পায়।

([১৩৭]) ঈমানদারদের মধ্যে যারা পাপী তাদের সুপারিশ আল্লাহর অনুমতিক্রমে আম্বিয়া ও স্বালেহীনগণ -- বিশেষ ক'রে শেষ নবী ﷺ করবেন। কিন্তু কাফের ও মুশরিকদের জন্য সুপারিশ করার না কারো সাহস হবে এবং না তাতে অনুমতি হবে। আর না সেখানে কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে।

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٢)

(১০২) হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত, তাহলে আমরা বিশ্বাসী হয়ে যেতাম!'[১৩৮]

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٠٣)

(১০৩) এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে,[১৩৯] কিন্তু ওদের অধিকাংশ বিশ্বাসী নয়।[১৪০]

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٠٤)

(১০৪) আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥)

(১০৫) নূহের সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল।[১৪১]

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٠٦)

(১০৬) যখন ওদের ভাই[১৪২] নূহ ওদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧)

(১০৭) নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।[১৪৩]

فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٨)

(১০৮) অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।[১৪৪]

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٩)

(১০৯) আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।[১৪৫]

فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (١١٠)

(১১০) সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।[১৪৬]

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ (١١١)

(১১১) ওরা বলল, 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন দেখছি ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?'[১৪৭]

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢)

(১১২) নূহ বলল, 'ওরা কি করত, তা আমি জানি না।[১৪৮]

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣)

(১১৩) ওদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ;[১৪৯] যদি তোমরা বুঝতে।

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (١١٤)

(১১৪) বিশ্বাসীদের তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়।[১৫০]

---

(১৩৮) কাফের ও মুশরিকরা পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করবে, যাতে তারা আল্লাহর আনুগত্য ক'রে আল্লাহকে সন্তুষ্ট ক'রে নিতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন যে, যদি তাদেরকে পুনর্বার পৃথিবীতে পাঠিয়েও দেওয়া হয়, তাহলেও তারা তাই করবে, যা তারা পূর্বে করেছিল।

(১৩৯) অর্থাৎ, ইব্রাহীমের মূর্তিদের ব্যাপারে নিজ জাতির সাথে তর্ক-বিবাদ ও আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণাদি এই কথারই স্পষ্ট নিদর্শন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই।

(১৪০) কেউ কেউ এর সম্পর্ক মক্কার মুশরিকদের তথা কুরাইশদের সাথে বলেছেন। অর্থাৎ, তাদের বেশির ভাগ লোক ঈমান আনবে না।

(১৪১) নূহ ﷺ-এর জাতি যদিও শুধুমাত্র নূহ ﷺ-কেই মিথ্যাবাদী মনে করেছিল, কিন্তু একজন নবীকে মিথ্যা ভাবা সকল নবীকে মিথ্যা ভাবার সমান। সেই জন্যই বলা হয়েছে নূহের সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল।

(১৪২) ভাই এই জন্যই বলা হয়েছে যে, যেহেতু নূহ ছিলেন ঐ জাতিরই একজন।

(১৪৩) অর্থাৎ, আল্লাহ যে বাণী দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন, তা আমি তোমাদেরকে কম-বেশি না ক'রে হুবহু পৌঁছে দেব।

(১৪৪) অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার ও শির্ক না করার প্রতি আহবান জানাচ্ছি, এ ব্যাপারে তোমরা আমার আনুগত্য কর।

(১৪৫) আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিচ্ছি, তার জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছি না; বরং তার পারিশ্রমিক মহান আল্লাহর নিকট, যা কিয়ামত দিবসে তিনি আমাকে দান করবেন।

(১৪৬) এ বাক্যটির পুনরাবৃত্তি তাকীদের জন্য অথবা পৃথক কারণেও হতে পারে। প্রথম আনুগত্যের আহবান আমানতদারীর ফলস্বরূপ ছিল। আর এখন এ আনুগত্যের দাওয়াত পার্থিব লোভ না থাকার ফলস্বরূপ।

(১৪৭) أَرْذَلُـــون শব্দটি أَرذَل এর বহুবচন। অর্থঃ ইতর লোক, যাদের সম্মান ও সম্পদ নেই এবং যার কারণে সমাজে তাদেরকে হীন, নীচ ও তুচ্ছ মনে করা হয়। আর সেই সঙ্গে ঐসব লোকও এর মধ্যে শামিল যারা হীন পেশার সঙ্গে জড়িত; এদের সকলকেই বুঝানো হয়েছে।

(১৪৮) আমাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যে, আমি মানুষের বংশ পরিচয়, ধনী, গরীব ও তাদের পেশা সম্পর্কে খোঁজ নেব, বরং আমার দায়িত্ব শুধুমাত্র এই যে, আমি ঈমানের প্রতি আহবান করব এবং যারা এই আহবানে সাড়া দেবে তাদেরকে নিজের দলভুক্ত করব, তাতে সে যেমনই হোক না কেন।

(১৪৯) অর্থাৎ, তাদের অন্তর ও আমলসমূহের খোঁজ নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর।

(১৫০) তুমি তোমার নিকট হতে হীন লোকদেরকে তাড়িয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার দলভুক্ত হব। এখানে এই ইচ্ছার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (١١٥)

(১১৫) আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'[১৫১]

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنْ الْمَرْجُومِينَ(١١٦)

(১১৬) ওরা বলল, 'হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হবে।'

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (١١٧)

(১১৭) নূহ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (١١٨)

(১১৮) সুতরাং আমার ও ওদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব বিশ্বাসী আছে তাদেরকে রক্ষা কর।'

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١١٩)

(১১৯) অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল, তাদেরকে বোঝাই নৌকায় (তুলে) রক্ষা করলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (١٢٠)

(১২০) তারপর অবশিষ্ট সকলকে ডুবিয়ে দিলাম।[১৫২]

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٢١)

(১২১) এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٢٢)

(১২২) আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣)

(১২৩) আ'দ সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল।[১৫৩]

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (١٢٤)

(১২৪) যখন ওদের ভাই হূদ[১৫৪] ওদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥)

(১২৫) আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।

فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (١٢٦)

(১২৬) অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٧)

(১২৭) আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আছে।

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨)

(১২৮) তোমরা তো প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা ইমারত (স্তম্ভ) নির্মাণ করছ (পথিকের সাথে হাসি-তামাশা করার জন্য);[১৫৫]

([১৫১]) অতএব যে আল্লাহর ভয়ে আমার আনুগত্য করবে, সে আমার ও আমি তার। দুনিয়ার চোখে সে উচ্চ হোক অথবা নীচ, সম্মানিত হোক বা অসম্মানিত।

([১৫২]) এর বিস্তারিত আলোচনা কিছু পার হয়ে গেছে, আর কিছু পরবর্তীতে আসবে। নূহ ﷺ ৯৫০ বছর দাওয়াতের কাজ করা সত্ত্বেও তাঁর জাতির লোক অসৎ ব্যবহার ও বিমুখতার উপরেই কায়েম থাকল। পরিশেষে নূহ ﷺ অভিশাপ করলেন। আল্লাহ কিশ্তী তৈরী করার ও তাতে ঈমানদার মানুষ, জীব-জন্তু ও প্রয়োজনীয় মালপত্র তুলে নেওয়ার আদেশ দিলেন। আর এভাবে ঈমানদারদের বাঁচিয়ে নিয়ে অন্যদেরকে -- এমন কি তার স্ত্রী-পুত্রকেও, যারা ঈমান আনেনি -- ডুবিয়ে মেরে ফেলা হল।

([১৫৩]) আ'দ তাদের প্রপিতামহের নাম। যার নামেই জাতির নাম পড়ে গেছে। এখানে আ'দকে قَبِيلَة কল্পনা করে كَذَّبَت স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

([১৫৪]) হূদ ﷺ-কেও আ'দ জাতির ভাই বলা হয়েছে। কারণ, প্রত্যেক নবী সেই জাতির একজন সদস্য হয়ে থাকেন, যাদের নিকট তাঁকে নবী হিসাবে পাঠানো হয়। আর সেই কারণেই তাঁকে তাদের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন পরে আসবে; পরন্তু নবী ও রসূলদের মানুষ হওয়াটাই তাঁদের জাতির ঈমান আনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের ধারণা মতে নবী মানুষ নয় বরং মানুষের ঊর্ধ্বে অন্য কিছু হওয়া দরকার। আজও এই সর্বস্বীকৃত সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকেরা ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কেও মানুষের ঊর্ধ্বে অন্য কিছু বুঝানোর অপচেষ্টায় ব্যস্ত। যদিও তিনি কুরাইশ বংশের একজন ছিলেন, যাদের নিকট তাঁকে প্রথম নবী ক'রে পাঠানো হয়েছিল।

([১৫৫]) رِيع শব্দটি رِيعَة এর বহুবচন। যার অর্থ উঁচু ভূমি, উঁচু ঢিবি, পাহাড়, উপত্যকা বা রাস্তা। রাস্তার উপর অযথা এমন ইমারত (বা স্তম্ভ) তৈরী করত যা উচ্চতায় একটি নিদর্শন হত। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য তাতে বাস করা নয় বরং শুধু খেল-তামাশা করা হত। হূদ ﷺ তাদেরকে এই বলে নিষেধ করলেন যে, তোমরা এমন কাজ করছ, যাতে সময় ও সম্পদ উভয়ই নষ্ট হচ্ছে। আর তার পশ্চাতে উদ্দেশ্যও এমন, যাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কোনই উপকার নেই। বরং তার বেকার ও অনর্থক হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩)

(১২৯) তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এ মনে ক'রে যে, তোমরা (পৃথিবীতে) চিরস্থায়ী হবে।[১৫৬]

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (١٣٠)

(১৩০) আর যখন তোমরা আঘাত হানো, তখন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হেনে থাক।[১৫৭]

فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (١٣١)

(১৩১) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।[১৫৮]

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (١٣٢)

(১৩২) ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন সে সকল সম্পদ দিয়ে, যা তোমরা জান;

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (١٣٣)

(১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি,

وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٣٤)

(১৩৪) উদ্যানরাজি ও বহু প্রস্রবণ;

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٥)

(১৩৫) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।'[১৫৯]

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (١٣٦)

(১৩৬) ওরা বলল, 'তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও উভয়ই আমাদের নিকট সমান।

إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَوَّلِينَ (١٣٧)

(১৩৭) এ তো পূর্বপুরুষদেরই রীতিনীতি মাত্র।[১৬০]

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (١٣٨)

(১৩৮) আর আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না!'[১৬১]

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩)

(১৩৯) সুতরাং ওরা তাকে মিথ্যাজ্ঞান করল, ফলে আমি ওদেরকে ধ্বংস করলাম।[১৬২] এতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٤٠)

(১৪০) আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

([১৫৬]) অনুরূপ তারা বিশাল বিশাল মজবুত প্রাসাদ নির্মাণ করত, যেন তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

([১৫৭]) এখানে তাদের অত্যাচার, কঠোরতা ও শক্তিমত্তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

([১৫৮]) হূদ ﷺ যখন তাদের সেই মন্দ গুণগুলো বর্ণনা করলেন, যা তাদের দুনিয়ার মোহে ডুবে থাকা এবং অত্যাচার ও অবাধ্যতার ইঙ্গিত বহন করে, তখন তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ-ভীরুতা ও নিজ আনুগত্যের দাওয়াত দিলেন।

([১৫৯]) অর্থাৎ, যদি তোমরা কুফরীর উপর অটল থাক এবং মহান আল্লাহ যে নিয়ামত দান করেছেন, সে সবের কৃতজ্ঞতা স্বীকার না কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হবে। আর এ আযাব দুনিয়াতেও আসতে পারে। আর আখেরাত তো শাস্তি ও শাস্তির জন্যই নির্ধারিত। সেখানে আযাব হতে বাঁচার কোন উপায় থাকবে না।

([১৬০]) অর্থাৎ, এ তো ঐ কথাই যা পূর্বের লোকেরাও বলত। অথবা এর অর্থ এই যে, আমরা যে ধর্মরীতি-নীতির উপর কায়েম আছি, তাতে আমাদের পূর্ব পুরুষরাও কায়েম ছিল। উভয় অর্থেই উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্ম ছাড়তে রাজী নই।

([১৬১]) যখন তারা এ কথা প্রকাশ করল যে, আমরা বাপ-দাদার ধর্ম ছাড়ব না; যার মধ্যে পরকালের অস্বীকৃতিও শামিল। সেই জন্য তারা আযাবে গ্রেফতার হওয়ার কথাও অস্বীকার করল। কারণ, আল্লাহর আযাবের ভয় তাদের থাকে, যারা আল্লাহকে মান্য করে ও পরকালের জীবনকে স্বীকার ও বিশ্বাস করে।

([১৬২]) আ'দ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিদের অন্যতম। যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, {الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ} অর্থাৎ, এ রকম জাতি পৃথিবীতে সৃষ্টিই হয়নি। *(সূরা ফাজ্‌র ৮ আয়াত)* অর্থাৎ, এমন জাতি যারা শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতাপের দিক দিয়ে তাদের মত। সেই জন্য তারা বলত, {مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً} আমাদের থেকে শক্তিশালী আর কে আছে? *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৫ আয়াত)* কিন্তু যখন ঐ জাতি কুফরীর রাস্তা ত্যাগ ক'রে ঈমানের রাস্তা অবলম্বন করল না, তখন মহান আল্লাহ আযাব স্বরূপ এক কঠিন ঝড় তাদের উপর প্রেরণ করলেন, যা অবিরত সাত রাত আট দিন তাদের উপর বয়েছিল। ঝড় এক একটি মানুষকে উপরে তুলে মাটির উপর আছড়ে দিয়েছিল, যার কারণে তাদের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের লাশগুলি বিনা মাথায় এমনভাবে মাটির উপর পড়ে ছিল, যেন তা খেজুরের সারশূন্য কান্ড। তারা পাহাড় কেটে, পাহাড়ের গুহায় বিশাল বিশাল প্রাসাদ তৈরী করেছিল, পানির জন্য গভীর কূপ খনন করেছিল এবং বহু বাগানের মালিক ছিল তারা। কিন্তু যখন আল্লাহর আযাব এসে পৌঁছল, তখন এ সমস্ত জিনিস তাদের কোনই কাজে এল না। আর তা তাদেরকে পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন ক'রে ছাড়ল।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (١٤١)

(১৪১) সামূদ সম্প্রদায়[১৬৩] রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল।

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ (١٤٢)

(১৪২) যখন ওদের ভ্রাতা স্বালেহ ওদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٤٣)

(১৪৩) নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।

فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (١٤٤)

(১৪৪) অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٤٥)

(১৪৫) আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (١٤٦)

(১৪৬) তোমাদেরকে কি পার্থিব ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া হবে;[১৬৪]

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٤٧)

(১৪৭) উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণসমূহে,

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (١٤٨)

(১৪৮) শস্যক্ষেত্র এবং খেজুর বাগানে; যার মোছা নরম?[১৬৫]

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ (١٤٩)

(১৪৯) তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ।[১৬৬]

فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (١٥٠)

(১৫০) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥١)

(১৫১) এবং সীমালংঘনকারীদের[১৬৭] আদেশ মান্য করো না;

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (١٥٢)

(১৫২) এরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।'

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٥٣)

(১৫৩) ওরা বলল, 'তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٥٤)

(১৫৪) তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে কোন একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।'

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ

(১৫৫) স্বালেহ বলল, 'এ যে উটনী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের

([১৬৩]) সামূদ জাতির বাসস্থান ছিল হিজ্‌র, যা হিজাযের উত্তরে অবস্থিত। আজ-কাল যা মাদায়েন স্বালেহ নামে পরিচিত। *(আইসারুত তাফাসীর)* এরা ছিল আরবী। নবী ﷺ তাবুক যাওয়ার সময় তাদের এলাকার উপর দিয়ে পার হয়েছিলেন। যেমন, এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

([১৬৪]) অর্থাৎ, এসব নিয়ামত তোমরা কি চিরস্থায়ী ভোগ করবে? তোমাদের উপর কি মৃত্যুও আসবে না এবং আযাবও আসবে না? এখানে জিজ্ঞাসা অস্বীকৃতি ও সতর্কতামূলক। অর্থাৎ, এ রকম নয়; বরং আযাব বা মৃত্যুর মাধ্যমে যখন আল্লাহ চাইবেন তখনই তোমাদেরকে এ সব নিয়ামত হতে বঞ্চিত করবেন। এই আয়াতে একদিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর। অন্যদিকে ভয়ও দেখানো হয়েছে যে, যদি ঈমান ও কৃতজ্ঞতার রাস্তা অবলম্বন না কর, তাহলে ধ্বংসই হবে তোমাদের শেষ পরিণতি।

([১৬৫]) এখানে ঐ সমস্ত নিয়ামতের বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে, যা তারা প্রাপ্ত হয়েছিল। طَلع খেজুরের মোছাকে বলা হয়, যা প্রথম প্রথম বের হয়। তারপর খেজুরের ফলকে بَلح তারপর بُسر তারপর رُطَب তারপর تَمر বলা হয়। *(আইসারুত তাফাসীর)* বাগানের কথা বললে খেজুরের গাছও ওর মধ্যে এসে যায় কিন্তু যেহেতু আরবদের নিকট খেজুরের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে বলে তাকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। هَضِيم শব্দের আরো কয়েকটি অর্থ বলা হয়েছে, যেমন নরম, স্পর্শকাতর, থাকথাক ইত্যাদি।

([১৬৬]) فَارِهِين অর্থাৎ, প্রয়োজনের অধিক শিল্পকলা, কারুকার্য, নৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন ক'রে বা অহংকার ও গর্ব ক'রে। যেমন, আজকাল লোকদের অবস্থা। আজও অট্টালিকায় অনাবশ্যক শিল্পকলার ও অপ্রয়োজনীয় কারুকার্যের খুব বেশি প্রকাশ হচ্ছে। আর এ সবের মাধ্যমে আপোসের মাঝে গর্ব ও অহংকার প্রদর্শনও হচ্ছে।

([১৬৭]) مُسْرِفِين (সীমালংঘনকারী) বলতে এমন সর্দার ও নেতাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কুফ্‌র ও শির্কের আহবায়ক ও সত্যের বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিল।

পালা।[১৬৮]

مَعْلُومٍ(١٥٥)

(১৫৬) একে কোন কষ্ট দিয়ো না; দিলে মহাদিনের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।'[১৬৯]

وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ(١٥٦)

(১৫৭) কিন্তু ওরা ওকে হত্যা করল,[১৭০] পরিণামে ওরা অনুতপ্ত হল।[১৭১]

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (١٥٧)

(১৫৮) অতঃপর শাস্তি ওদেরকে গ্রাস করল।[১৭২] এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٥٨)

(১৫৯) নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٥٩)

(১৬০) লূতের সম্প্রদায়[১৭৩] রসূলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (١٦٠)

(১৬১) যখন ওদের ভ্রাতা লূত ওদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ (١٦١)

(১৬২) আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢)

(১৬৩) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (١٦٣)

(১৬৪) আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤)

(১৬৫) মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষদের সাথেই কুকর্ম কর

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥)

(১৬৬) এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন ক'রে থাক;[১৭৪] বরং তোমরা

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ

([১৬৮]) এই সেই উটনী, যা তাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে পাহাড়ের এক পাথর হতে মু'জিযাস্বরূপ বের হয়েছিল। এক দিন এই উটনীর জন্য এবং পরদিন তাদের উটের পানি পান করার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আর তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল, যেদিন তোমাদের পালা সেদিন ঐ উটনী ঘাটে আসবে না। আর যেদিন উটনীর পানি পান করার পালা সেদিন তোমাদের ঘাটে আসার অনুমতি নেই।

([১৬৯]) দ্বিতীয় কথা তাদের এই বলা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি ঐ উটনীকে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করবে না এবং তার কোন ক্ষতি করবে না। অতএব ঐ উটনী তাদের মাঝে এইভাবেই থাকল। ঘাটে গিয়ে পানি পান করত ও ঘাস খেয়ে দিন কাটাত। কথিত আছে সামূদ জাতি তার দুধ দোহন করত ও তার থেকে উপকৃত হত। কিন্তু কিছু দিন পার হলে তারা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল।

([১৭০]) অর্থাৎ, এই উটনী মহান আল্লাহর ক্ষমতার এক বিশাল নিদর্শন এবং নবীর সত্যতার প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও সামূদ জাতি ঈমান আনল না এবং কুফর ও শির্কের রাস্তায় অটল থাকল। আর তাদের অবাধ্যতা এত বেশি বৃদ্ধি পেল যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কুদরতের জলজ্যান্ত নিদর্শন উটনীর পা কেটে ফেলল, যার কারণে সে বসে পড়ল ও পরে তারা তাকে হত্যা করল!

([১৭১]) এটি তখন ঘটল যখন স্বালেহ ﷺ উটনী হত্যার পর বললেন, তোমাদেরকে মাত্র তিন দিনের অবকাশ দেওয়া হল। চতুর্থ দিন তোমাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হবে। এরপর যখন সত্য সত্যই আযাবের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পেতে শুরু করল, তখন তাদের পক্ষ হতে অনুশোচনা প্রকাশ পেল। কিন্তু আযাবের নিদর্শন দেখে নেওয়ার পর অনুশোচনা ও তওবা কোনই কাজে আসে না।

([১৭২]) এই আযাব ছিল নীচ হতে ভূমিকম্প ও উপর হতে কঠিন ও বিকট শব্দ যার কারণে সকলেই মারা পড়ল।

([১৭৩]) লূত ﷺ ইব্রাহীম ﷺ-এর ভাই হারান বিন আযরের পুত্র ছিলেন। তাঁকে ইব্রাহীমের জীবিতাবস্থায় নবী ক'রে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর জাতির লোক সাদূম ও আম্মূরাতে বাস করত। এই সব জনপদ ছিল শাম দেশের অন্তর্ভুক্ত।

([১৭৪]) এটি ছিল লূত জাতির সব থেকে বড় কুঅভ্যাস। পৃথিবীর ইতিহাসে যার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল এদেরই নিকট হতে। সেই জন্য এই কুকাজকে আরবীতে 'লূত্বিয়্যাহ' এবং উর্দুতে 'লেওয়াত্বাত' বলা হয়। অর্থাৎ, এমন পাপকর্ম যার সূত্রপাত লূত নবীর সম্প্রদায় দ্বারা হয়েছে। কিন্তু এখন এই পাপ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। বরং ইউরোপে একে আইনতঃ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এখন তাদের নিকট এটা কোন পাপ বলেই গণ্য নয়। যে জাতির নৈতিক চরিত্র এত বিগড়ে গেছে যে, নারী-পুরুষের (পরস্পর সম্মতিক্রমে) অবৈধ যৌন-মিলন তাদের নিকট অন্যায় নয়, পাপ নয়, সে জাতির নিকট দুই পুরুষের আপোসের যৌন-মিলন (সমকামিতা) কিভাবে পাপ ও অন্যায়রূপে গণ্য হতে পারে? (আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত প্রকার নৈতিক অবক্ষয় হতে রক্ষা করুন।)

তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'[১৭৫]

قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦)

(১৬৭) ওরা বলল, 'হে লূত! যদি নিবৃত্ত না হও, তাহলে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।'[১৭৬]

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنْ الْمُخْرَجِينَ(١٦٧)

(১৬৮) লূত বলল, 'আমি তো তোমাদের এ কুকর্মকে ঘৃণা করি[১৭৭]

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنْ الْقَالِينَ (١٦٨)

(১৬৯) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে ওদের কুকর্ম হতে রক্ষা কর।'

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩)

(১৭০) সুতরাং আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করলাম;

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٧٠)

(১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।[১৭৮]

إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ (١٧١)

(১৭২) অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করলাম।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ (١٧٢)

(১৭৩) তাদের উপর বিশেষ ধরনের বৃষ্টিবর্ষণ করলাম, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট[১৭৯]

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (١٧٣)

(১৭৪) এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧٤)

(১৭৫) নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٧٥)

(১৭৬) আইকাহবাসীরা[১৮০] রসূলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল;

كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦)

(১৭৭) যখন শুআইব ওদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (١٧٧)

([১৭৫]) عَادُون শব্দটি عَــادٍ শব্দের বহুবচন। আরবীতে عَــادٍ শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রমকারী। অর্থাৎ, সত্যকে ছেড়ে অসত্য ও হালালকে ছেড়ে হারাম এখতিয়ারকারী। মহান আল্লাহ শরয়ী বিবাহ-বন্ধন দ্বারা নারীর লজ্জাস্থানকে ব্যবহার ক'রে নিজ যৌন-বাসনা পূর্ণ করা হালাল করেছেন এবং এ কাজের জন্য পুরুষ (তথা স্ত্রীর) পায়খানা-দ্বারকে ব্যবহার করা হারাম করেছেন। লূত-সম্প্রদায় স্ত্রীর যোনিপথ বর্জন করে পুরুষদের পায়ুদ্বার ব্যবহার করত বলে তারা সীমা অতিক্রমকারীরূপে গণ্য হয়েছে।

([১৭৬]) অর্থাৎ, লূত ﷺ-এর উপদেশ ও নসীহতের প্রত্যুত্তরে তারা বলল, তুমি খুব বেশী পবিত্র সাজতে চাও। মনে রেখো, যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের গ্রামে বাস করতেই দেব না। বলা বাহুল্য, আজকালও পাপের এত বিশাল ক্ষমতা ও পাপিষ্ঠদের এত বড় আধিপত্য যে, পুণ্য ও পুণ্যবান মুখ লুকিয়ে সমাজে বাস করতে বাধ্য হয় এবং সৎকর্মশীলদের জীবন সংকীর্ণ ক'রে তোলা হয়!

([১৭৭]) অর্থাৎ, আমি এ কাজ পছন্দ করি না এবং আমি এ ব্যাপারে চরম নারাজ।

([১৭৮]) এ বৃদ্ধা বলতে লূত ﷺ-এর বৃদ্ধা স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে; যে মুসলিম ছিল না। তাকেও তাঁর জাতির সঙ্গে ধ্বংস করা হয়েছিল।

([১৭৯]) অর্থাৎ, চিহ্নিত পাথর কাঁকরের বৃষ্টি দ্বারা আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম এবং তাদের গ্রামকে তাদেরই উপর উল্টে দিয়েছিলাম। যেমন সূরা হূদের ৮২-৮৩নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

([১৮০]) 'আইকাহ' জঙ্গলকে বলা হয়। এখানে শুআইব ﷺ-এর জাতি ও মাদ্য়্যান শহরের আশপাশের বাসিন্দাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আরো বলা হয় যে, 'আইকাহ' অর্থ ঘন ডাল-পাতা বিশিষ্ট গাছ। আর এ রকমই একটি গাছ মাদ্য়্যানের উপকণ্ঠে ছিল, যার পূজা করা হত। শুআইব ﷺ-এর নবুঅতের পরিধি ও দাওয়াত-তাবলীগের পরিসীমা মাদ্য়্যান থেকে ওর আশপাশের বসতি পর্যন্ত ছিল; যেখানে 'আইকাহ' গাছের পূজা হত। সেখানে বসবাসকারীদেরকে 'আসহাবুল আইকাহ' বলা হয়েছে। এই হিসাবে 'আসহাবুল আইকাহ' ও মাদ্য়্যানবাসীদের নবী ছিলেন একজন, অর্থাৎ কেবল শুআইব ﷺ। আর এই উভয় জাতিই ছিল একই নবীর উম্মত। 'আইকাহ' যেহেতু জাতি নয়, বরং একটি গাছ সেহেতু এখানে ভাই সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যেমন, অন্যান্য জাতির নবীর ক্ষেত্রে করা হয়েছে। অবশ্য যেখানে মাদ্য়্যানের সঙ্গে শুআইব ﷺ-এর উল্লেখ হয়েছে সেখানে ভাই সম্পর্ক জুড়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু মাদ্য়্যান একটি জাতির নাম। {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا} (৮৫) سورة الأعراف। কোন কোন তফসীরকারগণ (আইকাহ ও মাদ্য়্যানকে) আলাদা আলাদা বসতি ধরে আসহাবুল আইকাহ ও মাদ্য়্যানবাসীদেরকে পৃথক পৃথক দু'টি উম্মত বলেছেন। যাদের নিকট পালাক্রমে শুআইব ﷺ-কে পাঠানো হয়েছিল; একবার মাদ্য়্যানের দিকে ও আর একবার আসহাবুল আইকার দিকে। কিন্তু ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, সঠিক তথ্য হল, এরা ছিল একটিই উম্মত। কারণ ওজন ও মাপে কমবেশী করার ব্যাপারে যে উপদেশ মাদ্য়্যানবাসীদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেই একই উপদেশ আসহাবুল আইকাদেরকেও দেওয়া হয়েছে। যাতে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, এরা একই উম্মত, দুই নয়।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨)

(১৭৮) নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।

فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٩)

(১৭৯) সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٠)

(১৮০) আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١)

(১৮১) মাপ পূর্ণমাত্রায় প্রদান কর এবং যারা মাপে কম দেয়, তাদের মত হয়ো না।[১৮১]

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢)

(১৮২) আর সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর।[১৮২]

وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

(১৮৩) লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিও না[১৮৩] এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটায়ো না।[১৮৪]

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الأَوَّلِينَ (١٨٤)

(১৮৪) এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।'[১৮৫]

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٨٥)

(১৮৫) ওরা বলল, 'তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ(١٨٦)

(১৮৬) তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ। আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।[১৮৬]

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ(١٨٧)

(১৮৭) তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে একখন্ড আকাশ আমাদের ওপর ফেলে দাও।'[১৮৭]

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨٨)

(১৮৮) সে বলল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন তোমরা যা কর।'[১৮৮]

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ

(১৮৯) অতঃপর ওরা তাকে মিথ্যাজ্ঞান করল, পরে ওদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল।[১৮৯] নিশ্চয় তা ছিল এক ভীষণ

([১৮১]) অর্থাৎ, যখন তোমরা লোকদেরকে মেপে দাও, তখন সেইরূপ পূর্ণ দাও, যেরূপ তাদের কাছ হতে নেওয়ার সময় পূর্ণ মেপে নিয়ে থাকো। আর দেওয়ার ও নেওয়ার মাপযন্ত্র আলাদা আলাদা রাখবে না, যাতে দেওয়ার সময় কম দেবে এবং নেওয়ার সময় পূর্ণ নেবে!

([১৮২]) অনুরূপ ওজন করার সময় দাঁড়ি মারবে না বরং পূর্ণ ও সঠিক ওজন করো।

([১৮৩]) অর্থাৎ, অন্যদের দেওয়ার সময় মাপে বা ওজনে কম দিয়ো না।

([১৮৪]) অর্থাৎ, আল্লাহর অবাধ্য হয়ো না। কারণ এর ফলে পৃথিবীতে ফাসাদ ও অশান্তি ছড়ায়। কেউ কেউ এই বিপর্যয় থেকে রাহাজানি অর্থ নিয়েছেন; যা এই জাতি করত। যেমন, অন্যত্র বলা হয়েছে {وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ} অর্থাৎ, মানুষদেরকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে রাস্তায় বসো না। *(সূরা আ'রাফ ৮৬ আয়াত, ইবনে কাসীর)*

([১৮৫]) جِبِلٌّ ও جِبِلَّة শব্দ দুটির অর্থ সৃষ্টি। যেমন অন্যত্র শয়তানের ব্যাপারে বলা হয়েছে, {وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً} সে তোমাদের অনেক সৃষ্টিকেই ভ্রষ্ট করেছে। *(সূরা ইয়াসীন ৬২ আয়াত)* এর ব্যবহার বড় দল ও জাতির অর্থেও হয়ে থাকে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([১৮৬]) অর্থাৎ, তোমার যে দাবী যে, আল্লাহ তোমাকে অহী ও রিসালাত দান করেছেন, সে দাবী আমরা মিথ্যা মনে করি। কারণ তুমিও আমাদের মত একজন মানুষ। তুমি ঐ সম্মানে কিভাবে সম্মানিত হতে পার?!

([১৮৭]) এটি তারা শুআইব ﷺ-এর শাস্তির ভয় দেখানোর প্রত্যুত্তরে বলেছিল যে, যদি তুমি বাস্তবেই সত্যবাদী হও, তাহলে যাও আমরা তোমাকে মানি না। আমাদের উপর আকাশ ভেঙ্গে ফেলাও দেখি!

([১৮৮]) অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু কুফ্‌র ও শির্ক করছ, মহান আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করছেন। আর তিনিই তার প্রতিদান দেবেন। যদি চান তাহলে পৃথিবীতেই দিয়ে দেবেন। আযাব ও শাস্তি তারই এখতিয়ারভুক্ত।

([১৮৯]) তারাও মক্কার কাফেরদের মত আকাশ হতে আযাব চেয়েছিল। সেই মত আল্লাহও তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন। আর তা ছিল এইরূপ ঃ এক বর্ণনা সূত্রে মহান আল্লাহ আযাবস্বরূপ তাদের উপর সাত দিন পর্যন্ত কঠিন গরম এবং রৌদ্র অব্যাহত রাখেন। তারপর একটি মেঘখন্ড ভেসে এল। আর তারা গরম রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য সকলেই সেই ছায়াতলে জমা হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই আকাশ হতে আগুনের বৃষ্টি শুরু হল। যমীন ভূকম্পনে কেঁপে উঠল এবং এক বিকট শব্দ এসে তাদেরকে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দিল। এভাবে তাদের উপর তিন ধরনের আযাব আসল। আর তা সেই দিন আসল, যেদিন মেঘখন্ড তাদেরকে ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত করেছিল। সেই জন্য বলা হয়েছে মেঘাচ্ছন্ন বা ছায়ার দিনের আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল।

দিনের শাস্তি।

يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨٩)

(১৯০) এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٩٠)

(১৯১) এবং নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٩١)

(১৯২) নিঃসন্দেহে কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অবতীর্ণকৃত (গ্রন্থ)।

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢)

(১৯৩) বিশ্বস্ত রূহ (জিব্রাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে, [১৯০]

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (١٩٣)

(১৯৪) তোমার হৃদয়ে, [১৯১] যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। [১৯২]

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤)

(১৯৫) (অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥)

(১৯৬) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে। [১৯৩]

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ (١٩٦)

(১৯৭) বনী-ইস্রাঈলের পন্ডিতগণ এ অবগত আছে --এ কি ওদের জন্য নিদর্শন নয়? [১৯৪]

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٩٧)

(১৯৮) যদি এ কোন অনারবের প্রতি আমি অবতীর্ণ করতাম,

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ (١٩٨)

(১৯৯) এবং তা সে ওদের নিকট পাঠ করত, তাহলে ওরা ওতে বিশ্বাস করত না। [১৯৫]

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (١٩٩)

(২০০) এভাবেই আমি অপরাধিগণের অন্তরে তা (অবিশ্বাস) সঞ্চার করেছি। [১৯৬]

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (٢٠٠)

(২০১) ওরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করবে না; যতক্ষণ না ওরা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে;

لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ (٢٠١)

(২০২) এ ওদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে পড়বে, ওরা কিছুই বুঝতে পারবে না।

فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (٢٠٢)

নোটঃ ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ শুআইব ﷺ-এর জাতির ধ্বংসের বিবরণ তিন জায়গায় উল্লেখ করেছেন এবং তিন জায়গাতেই ভিন্ন ভিন্ন তিন আযাবের কথার বর্ণনা করেছেন। সূরা আ'রাফের ৯১নং আয়াতে ভূমিকম্পের কথা, সূরা হূদের ৯৪নং আয়াতে বিকট শব্দের কথা আর এখানে সূরা শুআরাতেও আকাশখন্ড ফেলার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তিন ধরনের আযাব ঐ জাতির উপর এসেছিল।

(১৯০) মক্কার কাফেররা কুরআন যে আল্লাহর বাণী এবং তা আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ, সে কথা অস্বীকার করেছিল। আর তারই ভিত্তিতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাত ও তাঁর দাওয়াতকেও অস্বীকার করেছিল। মহান আল্লাহ নবীদের ঘটনাবলীকে বর্ণনা ক'রে এটা স্পষ্ট ক'রে দিয়েছেন যে, কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর সত্য রসূল। যদি এমন না হত, তাহলে এ নবী যিনি লিখতে-পড়তে জানতেন না, তিনি অতীত নবীদের ও তাঁদের জাতিদের ঘটনাবলী কিভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম? অতএব এই কুরআন নিশ্চিতরূপে বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ; যা এক আমানতদার ফিরিশ্তা অর্থাৎ, জিব্রাইল ﷺ তাঁর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

(১৯১) বিশেষভাবে এখানে হৃদয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। কারণ ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে সব থেকে হৃদয়ই অধিক অনুধাবন ও ধারণ ক্ষমতার অধিকারী।

(১৯২) এটি হল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।

(১৯৩) অর্থাৎ, যেমন শেষ নবীর আগমন বার্তা ও তাঁর সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা পূর্বের ধর্মগ্রন্থসমূহে রয়েছে। অনুরূপ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সুসংবাদও পূর্বের কিতাবসমূহে দেওয়া হয়েছিল। এর অন্য একটি অর্থ হল, সমস্ত শরীয়তের অভিন্ন বিধি-বিধানের দিক দিয়ে এই কুরআন মাজীদ পূর্বের কিতাবসমূহেও মওজুদ রয়েছে।

(১৯৪) কেননা, ঐ সমস্ত গ্রন্থে নবী ﷺ এবং কুরআনের কথা উল্লেখ রয়েছে। মক্কার কাফেররা ধর্মীয় ব্যাপারে ইয়াহুদীদের কাছে রুজু করত। এই হিসাবে বলা হয়েছে যে, তাদের এ জানা ও বলা কি এই কথার প্রমাণ নয় যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর সত্য রসূল এবং এ কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ। তাহলে তারা ইয়াহুদীদের এই কথা শুনে নবীর উপর ঈমান আনয়ন করে না কেন?

(১৯৫) যদি আজমী (অনারবী) অর্থাৎ, আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করতেন। তাহলে তারা বলত, 'এ তো আমাদের বুঝে আসে না।' যেমন সূরা হা-মীম সাজদার ৪৪নং আয়াতে রয়েছে।

(১৯৬) سَلَكْنَاهُ তে ُ (তা) সর্বনাম দ্বারা কুফরী, মিথ্যা, অবিশ্বাস ও বিরুদ্ধাচরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ (٢٠٣)

(২০৩) তখন ওরা বলবে, 'আমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে কি?' [১৯৭]

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٢٠٤)

(২০৪) ওরা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়? [১৯৮]

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٥)

(২০৫) আচ্ছা তুমি দেখ তো, যদি আমি তাদেরকে বহু বছর ভোগ-বিলাস দান করি,

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٦)

(২০৬) অতঃপর ওদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা ওদের নিকট এসে পড়ে,

مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (٢٠٧)

(২০৭) তখন ওদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ ওদের কোন কাজে আসবে না। [১৯৯]

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ (٢٠٨)

(২০৮) আমি কোন জনপদকে সতর্ককারী প্রেরণ না ক'রে ধ্বংস করিনি।

ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٠٩)

(২০৯) এ উপদেশস্বরূপ, আর আমি অন্যায় করতে পারি না। [২০০]

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠)

(২১০) শয়তান তা নিয়ে অবতরণ করেনি।

وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١)

(২১১) ওরা এ কাজের যোগ্য নয় এবং এর সামর্থ্যও রাখে না।

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (٢١٢)

(২১২) অবশ্যই ওদেরকে শ্রবণ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। [২০১]

فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (٢١٣)

(২১৩) অতএব তুমি অন্য কোন উপাস্যকে আল্লাহর অংশী করো না; করলে তুমি শাস্তিযোগ্যদের দলভুক্ত হবে।

([১৯৭]) কিন্তু আযাব প্রত্যক্ষ করার পর না অবকাশ দেওয়া হয়, আর না সে সময়ের তওবাহ আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয়। {فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} (৮৫) سورة المؤمن

([১৯৮]) এখানে ঐসব দাবীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা তারা তাদের নবীর নিকট করেছিল যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের উপর আযাব নিয়ে এসো।

([১৯৯]) যদি আমি তাদেরকে অবকাশ দিই, তারপর আযাব দ্বারা পাকড়াও করি, তাহলে তাদের পার্থিব ধনসম্পদ কোন কাজে লাগবে কি? অর্থাৎ, তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে কি? অবশ্যই না। (৯৬) {وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ} سورة البقرة {وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى} (১১) سورة الليل

([২০০]) অর্থাৎ, রসূল প্রেরণ না ক'রে ও সতর্ক না ক'রে আমি যদি কোন বস্তীকে ধ্বংস করতাম, তাহলে আমি অত্যাচারী হিসাবে গণ্য হতাম। আমি এরূপ যুলুম করিনি। বরং ন্যায়-সংগতভাবে আমি প্রথমে প্রত্যেকটি বসতির (জাতির) নিকট রসূল প্রেরণ করেছি, যে তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে সতর্ক করেছে। অতঃপর যখন তারা রসূলের কথা অমান্য করেছে, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি। এই বিষয়টি সূরা বনী-ইস্রাঈলের ১৫নং ও ক্বাস্বাস্বের ৫৯নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

([২০১]) এই আয়াতসমূহে কুরআন যে শয়তানের হস্তক্ষেপ হতে সংরক্ষিত, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ শয়তানের কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্যতাই নেই। কারণ তার উদ্দেশ্য হল, ফিৎনা-ফাসাদ ও নোংরামী প্রচার-প্রসার করা। পক্ষান্তরে কুরআনের উদ্দেশ্য হল কল্যাণ ও পুণ্যের আদেশ ও তার প্রচার-প্রসার করা এবং পাপ ও অন্যায়ের দরজা চিরতরে বন্ধ করা। অর্থাৎ, উভয়ের উদ্দেশ্য এক অপরের বিপরীত ও পরস্পর-বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ শয়তান এর শক্তি রাখে না। তৃতীয়তঃ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় শয়তানকে তা শোনা হতে দূরে ও বঞ্চিত রাখা হয়। আকাশে উল্কাসমূহকে তার প্রহরী হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখনই কোন শয়তান উপরে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখনই এ সব উল্কা তার উপর বজ্রের ন্যায় আচমকা আঘাত হানে এবং তাকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলে। এভাবে মহান আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ (٢١٤)

(২১৪) তোমার নিকটতম স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক ক'রে দাও।[২০২]

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥)

(২১৫) এবং তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি তুমি সদয় হও।

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦)

(২১৬) ওরা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তাহলে তুমি বল, 'তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই।'

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢١٧)

(২১৭) তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর।

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨)

(২১৮) যিনি তোমাকে দেখেন; যখন তুমি দন্ডায়মান হও (নামাযে)।

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩)

(২১৯) এবং তোমাকে দেখেন সিজদাকারীদের সাথে উঠতে-বসতে।[২০৩]

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢٢٠)

(২২০) নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢١)

(২২১) আমি তোমাদেরকে জানাব কি, কার নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়?

تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢)

(২২২) ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের নিকট।[২০৪]

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣)

(২২৩) ওরা কান পেতে থাকে এবং ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।[২০৫]

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ (٢٢٤)

(২২৪) আর কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরা।

أَلَمْ تَرَى أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥)

(২২৫) তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার ক'রে থাকে?

([২০২]) নবীর আহবান (দাওয়াত) কেবলমাত্র আত্মীয়দের জন্য নয়; বরং তা পুরো জাতির জন্য। আর আমাদের নবী ﷺ তো ছিলেন পূর্ণ মানবতার পথ-প্রদর্শক ও সৎপথের দিশারী। তবে নিকট আত্মীয়দেরকে ঈমানের পথে আহবান করা সাধারণ আহবানের বিরোধী নয়। বরং তা দাওয়াতের এক অংশ এবং প্রাধান্যযোগ্য দিক। যেমন, ইব্রাহীম ﷺও প্রথমে পিতা আযরকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এই আদেশের পর নবী ﷺ স্বাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং يا صباحاه বলে ডাক দিলেন। এই শব্দ ঐ সময় তারা ব্যবহার করত, যখন হঠাৎ কোন শত্রু আক্রমণ ক'রে বসত। এ দ্বারা জাতিকে সতর্ক করা হত। মহানবী ﷺ-এর এই শব্দ শুনে সবাই একত্রিত হল। তিনি কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ডাকলেন আর বললেন যে, 'বল, আমি যদি বলি এই পাহাড়ের পিছনে এক শত্রুদল রয়েছে, যারা তোমাদের উপর আক্রমণ করতে চায়, তাহলে তোমরা কি আমার একথা বিশ্বাস করবে?' সকলেই বলল, 'হ্যাঁ! অবশ্যই বিশ্বাস করব। (আমাদের অভিজ্ঞতায় তোমাকে মিথ্যাবাদী পাইনি।)' তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমাকে সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন। আমি তোমাদেরকে এক কঠিন আযাব হতে সতর্ক করছি।' এ কথা শুনে আবু লাহাব বলেছিল, تباً لَكَ أَمَا دَعَوْتَنَا إِلاَّ لِهَذَا! 'তুমি ধ্বংস হও, তুমি কি আমাদেরকে এ জন্যই ডেকেছিলে?' এর উত্তরে 'সূরা লাহাব' অবতীর্ণ হয়েছিল। *(বুখারী ঃ তাফসীর সূরা তুল মাসাদ)* তিনি নিজ কন্যা ফাতেমা (রাঃ) ও ফুফু স্বাফিয়্যাহ (রাঃ)কেও বললেন যে, তোমরা নিজেদেরকে বাঁচানোর ব্যবস্থা গ্রহণ কর। আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। *(মুসলিম ঃ ঈমান অধ্যায় أنذر عشيرتك الأقربين পরিচ্ছেদ)*

([২০৩]) অর্থাৎ, যখন তুমি একাকী থাক, তখনও তোমাকে আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন এবং যখন তুমি লোকালয়ে থাক তখনও।

([২০৪]) অর্থাৎ, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে শয়তানের কোন হাত নেই। কারণ শয়তান তো মিথ্যুক এবং পাপিষ্ঠদের (জ্যোতিষী ও গণক প্রভৃতিদের) নিকট আসে যায়, নবী ও নেক লোকেদের নিকট আসে না।

([২০৫]) অর্থাৎ, জ্যোতিষীদের কানে পৌঁছে দেয়। তারা তার সাথে মিথ্যা কথা মিশিয়ে মানুষের মাঝে পরিবেশন করে। যেমন, সহীহ হাদীসে এসেছে। *(দেখুন ঃ সহীহ বুখারী তাওহীদ অধ্যায় ফাজের ও মুনাফিক, ও সৃষ্টি রচনা পরিচ্ছেদ, ইবলীস ও তার সৈন্য পরিচ্ছেদ। মুসলিম ঃ সালাম অধ্যায় জ্যোতিষী ও তার নিকট আসা পরিচ্ছেদ)* يُلقُونَ السَّمع এর অর্থ ঃ শয়তান কিছু কথা শোনার পর তা জ্যোতিষীদের কানে পৌঁছে দেয়। সেই হিসাবে السَّمع শব্দটি المَسمُوع (শ্রুত কথা) অর্থে ব্যবহার হবে। কিন্তু যদি এর অর্থ শ্রবণেন্দ্রিয় বা কান হয়, তাহলে এর অর্থ হবে শয়তানরা আকাশে কান লাগিয়ে চুরি ক'রে লুকিয়ে কিছু কথা শুনে ফেলে এবং তা জ্যোতিষীদের নিকট পৌঁছে দেয়।

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ (٢٢٦)

(২২৬) এবং তা বলে, যা করে না।[২০৬]

إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (٢٢٧)

(২২৭) তবে তারা নয়, যারা বিশ্বাস করে[২০৭] ও সৎকাজ করে, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।[২০৮] আর অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?[২০৯]

সূরা-নাম্‌ল্‌[২১০]

(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ২৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ৯৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (١)

(১) ত্বা-সীন; এগুলি কুরআন ও সুস্পষ্ট গ্রন্থের বাক্য;

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢)

(২) বিশ্বাসীদের জন্য (তা) পথ-নির্দেশক এবং সুসংবাদ বিশেষ।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٣)

(৩) যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী।[২১১]

إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ

(৪) নিশ্চয় যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করেছি,[২১২] ফলে ওরা বিভ্রান্তের মত ঘুরে

([২০৬]) কবিদের মধ্যে অধিকাংশ কবিই যেহেতু এ রকম হয় যে, তারা প্রশংসা ও নিন্দায় কোন প্রকার নিয়ম-নীতির ধার ধারে না। বরং কবিতায় নিজ ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দ অনুযায়ী রায় প্রকাশ করে থাকে। তাছাড়া কবিতা রচনায় তারা অতিরঞ্জন করে, বাড়া-বাড়ি ও অতিশয়োক্তি ব্যবহার করে এবং কবিত্ব কল্পনায় কখনও এদিক কখনো ওদিক নিরুদ্দেশ ভ্রমণ করতে থাকে। সেই কারণে মহান আল্লাহ বলেছেন, তাদের অনুসরণ যারা করবে তারাও পথভ্রষ্ট। এই ধরনের কবিতার জন্য হাদীসেও বলা হয়েছে, কবিতা দ্বারা নিজের উদর পূর্ণ করার চেয়ে রক্ত-পুঁজ দিয়ে উদর পূর্ণ করাই উত্তম। *(তিরমিযী ঃ আদব অধ্যায়, মুসলিম প্রভৃতি)* এখানে এ কথাটি বলার অর্থ হল, আমার নবী; না জ্যোতিষী, আর না কবি। কারণ এরা দুজনেই মিথ্যুক। সুতরাং অন্য জায়গায়ও নবী ﷺ-কে কবি ধারণা করার কথা দৃঢ়ভাবে খন্ডন করা হয়েছে। *(সূরা ইয়াসীন ৬৯ আয়াত, সূরা হাক্কাহ ৪০-৪৩ আয়াত)*

([২০৭]) এখানে ঐসব কবিদেরকে পৃথক করা হচ্ছে, যাদের কবিতা সত্য ও বাস্তবের ভিত্তিতে রচিত। আর এমন শব্দ দ্বারা ব্যতিক্রান্ত করা হয়েছে; যাতে স্পষ্ট হয় যে, ঈমানদার, সৎকর্মশীল, বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌রকারী কবি মিথ্যা ও অতিশয়োক্তিমিশ্রিত অন্যায় (শরীয়ত-বিরোধী) কবিতা রচনা করতে পারে না। এ সব কবিতা রচনা করা তাদের কাজ, যারা ঈমানী গুণাবলী হতে খালি।

([২০৮]) অর্থাৎ, এই ধরনের মু'মিন কবি, কাফের কবিদের সেই কবিতার জবাব দেয়, যাতে তারা (কাফের কবিরা) মুসলিমদের সমালোচনা ও নিন্দা ক'রে থাকে। যেমন কবি হাস্‌সান বিন সাবেত ﷺ কাফেরদের সমালোচনার জবাব দিতেন। আর নবী ﷺ নিজেও বলতেন, তুমি ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের সমালোচনা কর জিব্রাঈল ﷺ তোমার সঙ্গে রয়েছেন। *(বুখারী ঃ সৃষ্টি রচনা অধ্যায় ফিরিশ্তাদের যিক্‌র পরিচ্ছেদ, মুসলিম ঃ সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায় হাস্‌সান বিন সাবেতের ফযীলত পরিচ্ছেদ)* এখান হতে বুঝা গেল যে, এ রকম কবিতা রচনা করা বৈধ যাতে মিথ্যা ও অতিশোয়ক্তির মিশ্রণ নেই, যার দ্বারা মুশরিক, কাফের, বিদআতী ও বাতিলপন্থী লোকদের উচিত জবাব দেওয়া হবে এবং যা সত্য পথ তাওহীদ ও সুন্নতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

([২০৯]) 'তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?' অর্থাৎ, জাহান্নাম। এখানে পাপীদের জন্য রয়েছে কঠিন সতর্কবাণী। যেমন হাদীসের মধ্যেও বলা হয়েছে। অত্যাচার করা হতে দূরে থাকো! কারণ অত্যাচার কিয়ামত দিবসে অন্ধকারের কারণ হবে। *(মুসলিম ঃ নেকী অধ্যায়, অত্যাচার হারাম পরিচ্ছেদ)*

([২১০]) 'নাম্‌ল্‌' পিপীলিকাকে বলা হয়। এই সূরায় পিপীলিকা বা পিঁপড়ার একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে বলে, এই সূরার নামকরণ হয়েছে সূরা নাম্‌ল্‌।

([২১১]) এ বিষয়টি বিভিন্ন স্থানে কয়েকবার আলোচিত হয়েছে যে, কুরআন কারীম এমনিতে বিশ্ব মানবতার পথ নির্দেশিকা হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তা হতে সত্যিকার পথ ওরাই পায়, যারা পথ অন্বেষণকারী। যারা নিজেদের অন্তর ও মস্তিষ্কের জানালাগুলি সত্য দেখার ও শোনার জন্য বন্ধ রাখে বা যাদের অন্তরাত্মা পাপের অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাদেরকে কুরআন কিরূপে পথের দিশা দিতে পারে? এর উদাহরণ সেই (ঘুমন্ত বা) অন্ধ ব্যক্তিদের ন্যায় যারা সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত; যদিও সূর্য সারা বিশ্বকে আলোকিত করে।

([২১২]) এটি পাপের পরিণাম ও তার বদলা যে, পাপ তাদেরকে ভাল মনে হয়। আর এর মূল কারণ হল পরকালে অবিশ্বাস। শোভন করার সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা হয়েছে, যেহেতু প্রতিটি জিনিস তার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। তাছাড়া এর মধ্যে আল্লাহর

বেড়ায়;[২১৩]

يَعْمَهُونَ (٤)

(৫) এদের জন্য আছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং এরাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الأَخْسَرُونَ (٥)

(৬) নিশ্চয় তোমাকে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে কুরআন দেওয়া হচ্ছে।

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (٦)

(৭) স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, 'আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনতে পারব, অথবা তোমাদের জন্য আনতে পারব জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড; যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।'[২১৪]

إِذْ قَالَ مُوسَى لأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٧)

(৮) অতঃপর সে যখন আগুনের নিকট এল তখন তাকে ডেকে বলা হল, 'যে (এই) আগুনে এবং যারা ওর চারিপাশে আছে তারা বর্কতপ্রাপ্ত,[২১৫] বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত।[২১৬]

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨)

(৯) হে মূসা! আমি তো আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২১৭]

يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٩)

(১০) তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে ওকে সাপের মত ছুটাছুটি করতে দেখল তখন পিছনে না তাকিয়ে সে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগল। (আমি বললাম,) 'হে মূসা! ভয় পেয়ো না;[২১৮] আমার কাছে তো রসূলরা ভয় পায় না।

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ(١٠)

(১১) তবে যে সীমালংঘন করে,[২১৯] অতঃপর মন্দ কাজের পরিবর্তে ভালো কাজ করে; নিশ্চয় (তার প্রতি) আমি চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২২০]

إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١)

সেই নীতি কার্যকর থাকে, যাতে তিনি সৎ লোকদের জন্য পুণ্যের এবং অসৎ লোকদের জন্য পাপের রাস্তা সহজ ক'রে থাকেন। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে একটি রাস্তা বেছে নেওয়া মানুষের নিজের এখতিয়ারভুক্ত।

([২১৩]) অর্থাৎ, ভ্রষ্টতার যে রাস্তায় তারা চলতে থাকে তার বাস্তবিকতা তাদের অজানা থাকে এবং সঠিক রাস্তার দিশা পায় না।

([২১৪]) এটি ঐ সময়কার ঘটনা যখন মূসা ﷺ নিজ স্ত্রীকে নিয়ে দেশে ফিরছিলেন। রাতের অন্ধকারে রাস্তা নির্ণয় করতে পারছিলেন না। আর শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য আগুনেরও প্রয়োজন ছিল।

([২১৫]) দূর হতে যেখানে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছিল, সেখানে পৌঁছলেন অর্থাৎ, তুর পাহাড়ে এবং দেখলেন এক সবুজ গাছ হতে আগুনের শিখা উপরে উঠছে। এটি বাস্তবে আগুন ছিল না; বরং আল্লাহর নূর ছিল। যার আলো আগুনের মত মনে হচ্ছিল। مَنْ فِي النَّار (যে আগুনে আছে) বলতে মহান আল্লাহ। আর نار (আগুন) বলতে তাঁর নূরকে বুঝানো হয়েছে। আর وَمَنْ حَوْلَهَا (যারা ওর চারিপাশে আছে) বলতে মূসা ﷺ ও ফিরিশ্তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে মহান আল্লাহর পর্দাকে نور (জ্যোতি) আর এক অন্য বর্ণনায় نار (আগুন) বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, তিনি যদি নিজেকে পর্দা থেকে প্রকাশ ক'রে দেন তাহলে তাঁর প্রতাপ সমস্ত সৃষ্টিকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবে। *(মুসলিম ঃ ঈমান অধ্যায়, বিস্তারিত দেখার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ৫/ ৪৬৪- ৪৫৯)*

([২১৬]) এখানে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার অর্থ এই যে, ঐ অদৃশ্য ডাক হতে কেউ যেন এটা মনে না করে যে, আল্লাহ ঐ গাছ বা আগুনে প্রবেশ করে আছেন; যেমন অনেক মুশরিকরা ধারণা ক'রে থাকে। বরং এটি সত্য দর্শনের একটি পদ্ধতি যার দ্বারা প্রত্যেক নবীকে নবুঅতের শুরুতে সম্মানিত করা হয়। কখনো ফিরিশ্তার মাধ্যমে, আবার কখনো বা স্বয়ং আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করে এবং সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে; যেমন, এখানে মূসা ﷺ-এর সাথে ঘটেছে।

([২১৭]) গাছ হতে ডাক আসা মূসা ﷺ-এর জন্য আশ্চর্যজনক ছিল। আল্লাহ তাআলা বললেন, মূসা! আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমিই আল্লাহ।

([২১৮]) এখান হতে জানা যায় যে, নবীরা অদৃশ্যের (গায়বের) সংবাদ জানতেন না। তাছাড়া মূসা ﷺ নিজের হাতের লাঠি হতে ভয় পেতেন না। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতিগত ভয় নবীদেরও হয় যেহেতু তাঁরাও ছিলেন মানুষ।

([২১৯]) অর্থাৎ, অত্যাচারীর এই ভয় থাকা উচিত যে, আল্লাহ যেন তাকে পাকড়াও না ক'রে বসেন।

([২২০]) অর্থাৎ, আমি অত্যাচারীর তওবাও কবুল ক'রে থাকি।

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ(١٢)

(১২) আর তুমি তোমার হাত নিজ জামার বুকের উন্মুক্ত অংশে প্রবেশ করাও। তা ত্রুটিমুক্ত[২২১] উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে। এ হবে ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত।[২২২] ওরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।'

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ(١٣)

(১৩) অতঃপর যখন ওদের নিকট আমার উজ্জ্বল[২২৩] নিদর্শনসমূহ এল, তখন ওরা বলল, 'এ সুস্পষ্ট যাদু।'

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٤)

(১৪) ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে[২২৪] নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও ওদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল?

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (١٥)

(১৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম[২২৫] এবং তারা বলেছিল, 'প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু বিশ্বাসী দাসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (١٦)

(১৬) সুলাইমান ছিল দাউদের উত্তরাধিকারী[২২৬] এবং সে বলেছিল, 'হে লোক সকল! আমাকে পাখির বুলি শিখানো হয়েছে[২২৭] এবং আমাকে সর্বপ্রকার বস্তু প্রদান করা হয়েছে।[২২৮] এ অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।'

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ

(১৭) সুলাইমানের সম্মুখে তার সমস্ত বাহিনী; জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে সমবেত করা হল;[২২৯] তাদেরকে (এক এক) দলে বিন্যস্ত করা হল।[২৩০]

([২২১]) অর্থাৎ, কুষ্ঠব্যাধি বা অন্য কোন রোগজনিত ত্রুটি ছাড়াই। লাঠির সাথে এটি ছিল দ্বিতীয় মু'জিযা।

([২২২]) فِي تِسْعِ آيَاتٍ অর্থাৎ, এই দুই মু'জিযা ঐ নয় নিদর্শনের অন্তর্গত যার দ্বারা আমি তোমার সাহায্য করেছি। এই মু'জিযা নিয়ে তুমি ফিরআউন ও তার জাতির নিকট যাও। উক্ত নয়টি নিদর্শন সম্পর্কে জানার জন্য সূরা বনী-ঈস্রাঈল ১০১নং আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

([২২৩]) مُبْصِرَةً অর্থাৎ, সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল অথবা এটি কর্তৃকারক কর্মকারকের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। (সুস্পষ্টকারী = সুস্পষ্ট)

([২২৪]) অর্থাৎ, জানা সত্ত্বেও তারা তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করল, এর কারণ তাদের ঔদ্ধত্য ও অহংকার।

([২২৫]) সূরার প্রথম দিকে বলা হয়েছে যে, এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে নবী ﷺ-কে শিখানো হচ্ছে। আর তার প্রমাণস্বরূপ মূসার ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হল। এখন দ্বিতীয় প্রমাণ দাউদ ও সুলাইমান (আলাইহিমাস সালাম)এর এই ঘটনা। নবীদের এ সমস্ত ঘটনাবলীর বিবরণ এই কথারই প্রমাণ বহন করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ সত্য রসূল। এখানে জ্ঞান বলতে নবুঅতের জ্ঞান ছাড়া দাউদ ও সুলাইমান (আলাইহিমাস সালাম)কে বিশেষভাবে যে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন দাউদ ﷺ-কে লোহা থেকে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করার জ্ঞান এবং সুলাইমান ﷺ-কে জীব-জন্তুর ভাষা বা বুলি বুঝার জ্ঞান দান করা হয়েছিল। এই দুই পিতা-পুত্রকে আরো অনেক কিছু দান করা হয়েছিল। কিন্তু এখানে শুধু জ্ঞানের কথা উল্লেখ হয়েছে। যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, জ্ঞান হল আল্লাহর সব চেয়ে বড় নিয়ামত।

([২২৬]) এ থেকে নবুঅত ও রাজ্যের উত্তরাধিকার বুঝানো হয়েছে। যার উত্তরাধিকারী শুধুমাত্র সুলাইমানের ভাগ্যেই জোটে। নচেৎ দাউদ ﷺ-এর আরো সন্তান ছিল; যারা এর থেকে বঞ্চিত হয়। এমনিতে নবীগণের উত্তরাধিকারের সম্পদ জ্ঞানই হয়ে থাকে। তাঁরা যেসব ধন-সম্পদ ছেড়ে যান তা সাদকাহ বলে গণ্য হয়। যেমন, নবী ﷺ বলেছেন। *(বুখারী ঃ ফারায়েয অধ্যায়, মুসলিম জিহাদ অধ্যায়)*

([২২৭]) সমস্ত জীব-জন্তুর ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখানে শুধু পাখীদের কথা বিশেষ করে এই জন্য বর্ণনা করা হয়েছে, যেহেতু তাঁকে ছায়া করার জন্য পাখীরা সব সময় তাঁর সাথে থাকত। আবার কেউ কেউ বলেন, কেবল পাখীর ভাষাই তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। আর পিপীলিকাও পাখীর মধ্যে পরিগণিত। *(ফাতহুল কাদীর)*

([২২৮]) যে সবের তাঁর প্রয়োজন ছিল যেমন, জ্ঞান, নবুঅত, প্রজ্ঞা, ধন-সম্পদ এবং মানব-দানব ও পশু-পক্ষীর আনুগত্য ইত্যাদি।

([২২৯]) এখানে সুলাইমান ﷺ-এর ব্যক্তিগত বিশেষ এক বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে; যাতে তিনি পুরো মানব ইতিহাসে একক। আর তা হল তাঁর আধিপত্য কেবলমাত্র মানুষের উপর ছিল না; বরং জ্বিন, জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষীর উপরেও ছিল। এমনকি বাতাসও তাঁর অধীনস্থ ছিল। এখানে বলা হয়েছে যে, সুলাইমান ﷺ কোথাও যাবার জন্য সমস্ত সৈন্যদেরকে, অর্থাৎ জ্বিন, মানুষ ও পাখীদেরকে জমায়েত করলেন।

([২৩০]) এই অনুবাদ تَوزِيع এর অর্থ تَفرِيق হিসাবে করা হয়েছে। অর্থাৎ, সকলকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করা হল। যেমন মানুষের একটি দল, জ্বিনের একটি দল, পশুর একটি দল, পক্ষীর একটি দল ইত্যাদি। দ্বিতীয় অর্থ হল, তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হত।

فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٧)

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (١٨)

(১৮) যখন ওরা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকাদল! তোমরা তোমাদের বাসায় প্রবেশ কর, নচেৎ সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে ফেলবে।'[২৩১]

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (١٩)

(১৯) (সুলাইমান) ওর উক্তিতে মৃদু হাসল এবং বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি -- আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ[২৩২] তার জন্য এবং যাতে আমি তোমার পছন্দমত সৎকাজ করতে পারি। আর তুমি নিজ করুণায় আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ দাসদের শ্রেণীভুক্ত ক'রে নাও।'[২৩৩]

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (٢٠)

(২০) (সুলাইমান) পক্ষীকুলকে পর্যবেক্ষণ করল এবং বলল, 'কি ব্যাপার! আমি হুদহুদকে দেখছি না কেন? সে অনুপস্থিত নাকি?[২৩৪]

لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢١)

(২১) সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই ওকে কঠিন শাস্তি দেব অথবা জবাই করব।'

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (٢٢)

(২২) অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে পড়ল এবং বলল, 'আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি[২৩৫] এবং সাবা[২৩৬] হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا

(২৩) আমি এক মহিলাকে দেখলাম যে, সে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করছে।[২৩৭] তাকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার আছে

অর্থাৎ, এই সেনাদল এত বিশাল হত যে, পথে থামিয়ে তা সুবিন্যস্ত করা হত। যাতে ক'রে শাহী সেনা অসংগঠিত ও ছিন্ন-ভিন্ন না হয়ে পড়ে। এই অর্থ وَزَعَ يَزَعُ থেকে আসবে। যার অর্থ থামানো। এই শব্দের সাথে একটি আলিফ বাড়িয়ে দিয়ে أَوزِعنِي করা হয়েছে যেমন, এই সূরার ১৯নং আয়াতে আসছে। যার অর্থ ঃ আমার নিকট হতে এমন জিনিস দূর ক'রে দাও, যা তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা করতে বাধা দিয়ে থাকে।

(২৩১) এখান হতে জানা গেল যে, জীব-জন্তুরও এক বিশেষ বুঝশক্তি আছে, যা মানুষের থেকে অনেক কম ও ভিন্নতর। দ্বিতীয়তঃ সুলাইমান ﷺ এত মহত্ত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গায়বের খবর জানতেন না। সেই জন্যই তো পিপীলিকার এই ভয় হল যে, তাঁদের অজান্তে আমরা যেন তাঁদের পদপিষ্ট না হয়ে পড়ি। তৃতীয়তঃ জীব-জন্তুরাও এই শুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানেন না। চতুর্থতঃ সুলাইমান ﷺ পাখী ছাড়া অন্য জীবের ভাষাও বুঝতেন। এই জ্ঞান মহান আল্লাহ মু'জিযাস্বরূপ তাঁকে প্রদান করেছিলেন। যেমন জ্বিনদের তাঁর অধীনস্থ ক'রে দেওয়াও ছিল এক মু'জিযা।

(২৩২) পিঁপড়ের মত ছোট একটি জীবের কথা শুনে বুঝার জন্য সুলাইমানের মনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার অনুভূতি জাগল যে, আল্লাহ আমার উপর কত অনুগ্রহ করেছেন!

(২৩৩) এখান হতে জানা গেল জান্নাত মু'মিনদের বাসস্থান। যেখানে আল্লাহর বিনা অনুগ্রহে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এই জন্যই হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন, "সরল ও সত্যের নিকটবর্তী থাক, আর এ কথা জেনে রাখো যে, কোন ব্যক্তি নিজ আমলের জোরে জান্নাতে যেতে পারবে না।" সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনিও না?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ! আমিও না, যতক্ষণ আমার উপর আল্লাহর রহমত না হবে।" *(বুখারী ৬৪৬৭নং, মুসলিম ২১৭নং)*

(২৩৪) অর্থাৎ, এখানে উপস্থিত আছে, কিন্তু আমি দেখছি না। অথবা এখানে উপস্থিতই নেই।

(২৩৫) أَحَاطَ অর্থ কোন জিনিসের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান ও অবগতি অর্জন করা। লক্ষণীয় যে, পাখীও জানে, নবী গায়ব জানেন না।

(২৩৬) 'সাবা' এক ব্যক্তির নাম, যা পরে এক জাতি ও এক শহরের নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে সাবা শহরকে বুঝানো হয়েছে। ইয়ামানের সানআ' হতে তিন দিনের যাত্রাপথ। যা এখন মা'রাবুল ইয়ামান নামে প্রসিদ্ধ। *(ফতহুল কাদীর)*

(২৩৭) অর্থাৎ, হুদহুদ পাখীর কাছেও এ কথা আশ্চর্যজনক ছিল যে, সাবায় একজন নারী রাজ্য পরিচালনা করছে। কিন্তু আজ-কাল বলা হচ্ছে যে, নারীরা সব ব্যাপারেই পুরুষদের সমান। যদি পুরুষরা রাজ্য চালাতে পারে, তাহলে নারীরা কেন পারবে না? অথচ এই মতবাদ ইসলামী শিক্ষার বিপরীত। কিছু লোক সাবার রাণী 'বিলকীসের' এই ঘটনা থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, নারীর নেতৃত্ব বৈধ। অথচ কুরআনে তা কেবল একটি ঘটনা হিসাবেই বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনার সাথে নারী-নেতৃত্ব বৈধ-অবৈধতার কোন সম্পর্ক নেই। নারী-নেতৃত্ব অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

এক বিরাট সিংহাসন।[২৩৮]

عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣)

(২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদাহ করছে। শয়তান ওদের নিকট ওদের কার্যাবলীকে সুশোভন করেছে এবং ওদেরকে সৎপথ হতে বিরত রেখেছে,[২৩৯] ফলে ওরা সৎপথ পায় না।'

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (٢٤)

(২৫) (সুশোভন করেছে এই জন্য যে,) যাতে ওরা আল্লাহকে সিজদা না করে,[২৪০] যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর গুপ্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন,[২৪১] যিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর।

أَلاَّ يَسْجُدُوا لله الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥)

(২৬) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি মহা আরশের অধিপতি।[২৪২]

اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦)

(২৭) (সুলাইমান) বলল, 'আমি দেখব, তুমি কি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যাবাদী?

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٧)

(২৮) তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং তাদের নিকট অর্পণ কর; অতঃপর তাদের নিকট হতে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি উত্তর দেয়।'[২৪৩]

اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨)

(২৯) (সাবা'র রানী বিল্‌কীস) বলল, 'হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে;

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (٢٩)

(৩০) এ সুলাইমানের নিকট হতে এবং তা এই ঃ অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠)

(৩১) তোমরা অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না এবং আত্মসমর্পণ ক'রে (মুসলমান হয়ে) আমার নিকট উপস্থিত হও।'[২৪৪]

أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣١)

([২৩৮]) কথিত আছে যে, সিংহাসনটি ছিল ৮০ হাত লম্বা আর ৪০ হাত চওড়া ও ৩০ হাত উঁচু। যার মধ্যে ছিল মুক্তা, লাল রঙের পদ্মরাগ ও সবুজ রঙের পান্না ইত্যাদির কারুকার্য। আর আল্লাহই ভালো জানেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* তবে মনে হয় এ কথায় অতিরঞ্জন রয়েছে। ইয়ামানে রাণী বিলকীসের প্রাসাদের যে ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, তার মধ্যে এত বিশাল সিংহাসন সংকুলান হওয়ার জায়গাই নেই।

([২৩৯]) এর অর্থ এই যে, পাখীদের এই অনুভব শক্তি রয়েছে যে, গায়বের খবর নবীরা জানতেন না। যেমন, হুদহুদ পাখী নবী সুলাইমান ﷺ-কে বলল, আমি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা নেই। অনুরূপ পাখীরা আল্লাহর একত্ববাদের বুঝশক্তিও রাখে। সেই জন্যই এখানে হুদহুদ বিস্ময়ের সাথে বলেছিল, এই রাণী ও তার প্রজারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের পূজা করে এবং তারা শয়তানের অনুসরণ করে; যে তাদের জন্য সূর্য-পূজাকে সুশোভন করেছে।

([২৪০]) أَلاَّ يَسجُدُوا (যাতে ওরা সিজদা না করে)এর সম্পর্কও زَيَّن (সুশোভন করেছে) ক্রিয়ার সঙ্গে। অর্থাৎ শয়তান তাদের সামনে এটিও সুশোভন করেছিল যে, যেন তারা আল্লাহকে সিজদা না করে। অথবা أَلاَّ يَسجُدُوا টি لاَ يَهتَدُون ক্রিয়ার কর্মকারক এবং لاَ অতিরিক্ত। অর্থাৎ তাদের একথা বুঝে আসে না যে, সিজদা কেবলমাত্র আল্লাহকে করা উচিত। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([২৪১]) আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাটি হতে তার গুপ্ত বস্তু; গাছ-পালা, খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য জিনিস প্রকাশ করেন। خَبء মাসদার (ক্রিয়ামূল) যা مَخبُوء মাফঊল (কর্মকারক)এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

([২৪২]) মহান আল্লাহ এ বিশ্বের সকল জিনিসের মালিক। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র মহা আরশের মালিক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথমতঃ আরশ বিশ্ব-জাহানের সব থেকে বড় ও শ্রেষ্ঠ জিনিস। দ্বিতীয়তঃ এ কথা পরিষ্কার ক'রে দেওয়ার জন্য যে, সাবা'র রাণীর সিংহাসন ছিল বিশাল। কিন্তু আল্লাহর মহাসনের তুলনায় তা নিতান্ত নগণ্য। যার উপর আল্লাহ তাঁর মহিমানুসারে সমাসীন আছেন। হুদহুদ যেহেতু একত্ববাদের উপদেশ দিয়েছে, শির্ক খন্ডন করেছে এবং আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে, সেহেতু হাদীসে এসেছে যে, চার শ্রেণীর জীবকে হত্যা করবে না; পিঁপড়ে, মৌমাছি, হুদহুদ ও শ্রাইক (শিকারী পাখি বিশেষ)। *(আহ্‌মাদ ১/৩৩২, আবু দাউদ ঃ আদব অধ্যায়, ইবনে মাজাহ ঃ শিকার অধ্যায়)* শ্রাইক পাখী, যার মাথা বড়, পেট সাদা, পিঠ সবুজ ও ছোট ছোট পাখী শিকার করে খায়। *(টীকা ইবনে কাসীর)* * (এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সূরা আ'রাফের শেষ আয়াতের টীকা দেখুন।)

([২৪৩]) অর্থাৎ, একদিকে সরে গিয়ে লুকিয়ে পড় এবং দেখ যে, তারা আপোসে কি কথাবার্তা বলে।

([২৪৪]) যেমন, নবী ﷺ বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদেরকে পত্র দিয়েছিলেন, যাতে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। অনুরূপ সুলাইমান ﷺ বিলকীসকে পত্র দ্বারা ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আজ-কাল প্রাপকের নাম আগে লেখা হয়। কিন্তু সালাফদের নিয়ম ছিল, প্রেরকের নাম আগে লেখা; যেমন সুলাইমান ﷺ লিখলেন।

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (٣٢)

(৩২) (বিলকীস) বলল, 'হে পারিষদবর্গ! আমার এ সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি।'

قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣)

(৩৩) ওরা বলল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা;[২৪৫] তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কি আদেশ করবেন, তা আপনি ভেবে দেখুন।'[২৪৬]

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٤)

(৩৪) সে বলল, 'রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে,[২৪৭] তখন ওকে বিপর্যস্ত ক'রে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে;[২৪৮] এরাও এরূপই করবে।[২৪৯]

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ(٣٥)

(৩৫) আমি তার নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি , দূতেরা কি উত্তর আনে।'[২৫০]

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦)

(৩৬) দূত সুলাইমানের নিকট এলে (সুলাইমান) বলল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও?[২৫১] আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা হতে শ্রেষ্ঠ। বরং তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে খোশ হও।[২৫২]

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (٣٧)

(৩৭) ওদের নিকট তুমি ফিরে যাও,[২৫৩] আমি অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে এমন এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হব, যার মুকাবিলা করার শক্তি ওদের নেই। আমি অবশ্যই ওদেরকে সেখান থেকে লাঞ্ছিতভাবে বহিষ্কৃত করব এবং ওরা হবে অবনমিত।'[২৫৪]

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٨)

(৩৮) (সুলাইমান) বলল, 'হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আমার নিকট আত্মসমর্পণ ক'রে (মুসলমান হয়ে) আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?'[২৫৫]

([২৪৫]) অর্থাৎ, আমাদের শক্তি ও অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে এবং যুদ্ধের সময় আমরা বীরত্বের সাথে লড়ার ক্ষমতাও রাখি। এই জন্য নতি স্বীকার করা ও দমিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

([২৪৬]) যেহেতু, আমরা আপনার অনুগত, আপনি যে আদেশ করবেন, আমরা তা মান্য করব।

([২৪৭]) অর্থাৎ, শক্তি দ্বারা বিজয়ী হয়ে।

([২৪৮]) অর্থাৎ হত্যা, লুটতরাজ ও বন্দী করার মাধ্যমে।

([২৪৯]) কোন কোন তফসীরকারের মতে এটি আল্লাহর উক্তি, যা সাবা'-রাণীর সমর্থনে বলা হয়েছে। আবার কারো কারো মতে, এটি বিলকীসেরই কথা ও তার শেষাংশ। আর এ মতই বাগ্‌ধারার বেশী নিকটবর্তী।

([২৫০]) এর দ্বারা অনুমান করা যাবে যে, তিনি পৃথিবীর নিছক কোন রাজা-বাদশা, নাকি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। যাঁর উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীনের বিজয়। পক্ষান্তরে যদি উপহার গ্রহণ না করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর উদ্দেশ্য দ্বীনের প্রচার-প্রসার। তখন আমাদের তাঁর অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না।

([২৫১]) তোমরা কি প্রত্যক্ষ করো না যে, মহান আল্লাহ আমাকে সমস্ত কিছু দান করেছেন। সুতরাং এ সব উপহার দিয়ে আমার ধন দৌলতে কি এমন বৃদ্ধি সাধন করতে পার? এটি অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন। অর্থাৎ, কিছুই বৃদ্ধি করতে পার না।

([২৫২]) এটি তিরস্কার স্বরূপ বলা হয়েছে যে, তোমরাই এই সব উপহার নিয়ে গর্ব কর ও আনন্দ উপভোগ কর। আমি তো এ নিয়ে আনন্দিত হতে পারি না। কারণ প্রথমতঃ পার্থিব সম্পদ আমার উদ্দেশ্যই নয়। দ্বিতীয়তঃ মহান আল্লাহ আমাকে এমন কিছু দিয়েছেন, যা পৃথিবীর অন্য কাউকেই দেননি। তৃতীয়তঃ আমাকে নবুঅতের সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে।

([২৫৩]) এখানে একবচন ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও এর আগে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, কখনো পুরো দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কখনো কেবল তাদের নেতাকে।

([২৫৪]) সুলাইমান ﷺ কেবলমাত্র সম্রাট ছিলেন না বরং নবীও ছিলেন। সেই কারণে তাঁর পক্ষ হতে মানুষকে ছোট ক'রে লাঞ্ছিত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম এই হয়ে থাকে। কারণ, যুদ্ধ হচ্ছে হত্যা, রক্তপাত ও বন্দী করারই নাম। অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা বলতে তাই বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহর কোন নবী মানুষকে শুধু শুধু অপমান করতে পারেন না। যেমন, যুদ্ধের সময় মহানবী ﷺ-এর সুন্দর নীতি ও উত্তম আদর্শ ছিল।

([২৫৫]) সুলাইমান ﷺ-এর উত্তরে রাণী অনুমান করতে পারলেন যে, তিনি সুলাইমানের মুকাবিলা করতে পারবেন না। অতএব তিনি বশ্যতা স্বীকার করে অনুগত হয়ে আসার প্রস্তুতি শুরু করলেন। সুলাইমান ﷺও তাঁর আগমন সংবাদ পেয়ে তাঁকে নিজ নবীসুলভ মু'জিযা (অলৌকিক শক্তি) দেখানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং তাঁর পৌঁছনোর পূর্বেই তাঁর সিংহাসন নিজের কাছে আনার ব্যবস্থা করলেন।

قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩)

(৩৯) এক শক্তিশালী জ্বিন বলল, 'আপনি আপনার বৈঠক[২৫৬] হতে উঠবার পূর্বে আমি তা এনে দেব[২৫৭] এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।'[২৫৮]

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (٤٠)

(৪০) গ্রন্থের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, 'আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা এনে দেব।'[২৫৯] সুতরাং সুলাইমান যখন তা সম্মুখে উপস্থিত দেখল, তখন সে বলল, 'এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ; যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা নিজের কল্যাণের জন্য করে এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।'

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (٤١)

(৪১) (সুলাইমান) বলল, 'তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও;[২৬০] দেখি সে সঠিক চিনতে পারে, নাকি সে বিভ্রান্ত হয়?'[২৬১]

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٢)

(৪২) (বিলকীস) যখন পৌঁছল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমার সিংহাসন কি এরূপই?' সে বলল, 'এটা যেন সেটাই![২৬২] আমরা ইতিপূর্বেই সমস্ত কিছুই অবগত হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান) হয়েছি।'[২৬৩]

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ

(৪৩) আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করত, তাই তাকে সত্য হতে নিবৃত্ত করেছিল, সে ছিল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।[২৬৪]

([২৫৬]) এখানে বৈঠক বা সভা বলতে বিচার সভাকে বুঝানো হয়েছে, যা বিচারের জন্য সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত চলত।

([২৫৭]) এখান হতে বুঝা গেল যে, সে নিশ্চিতভাবে এক জ্বিন ছিল। যাদেরকে মহান আল্লাহ মানুষের তুলনায় অসাধারণ শক্তি দান করেছেন। কেননা, সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, কোন মানুষের পক্ষে এ সম্ভব নয় যে, বায়তুল মাক্বদ্দিস হতে ইয়ামানের সাবা' বা মা'রাব গিয়ে সিংহাসন তুলে আনবে এবং আসা-যাওয়ার তিন হাজার মাইল পথ ৩/৪ ঘন্টার ভিতরে অতিক্রম ক'রে নেবে। একজন মানুষ সে যতই শক্তির অধিকারী হোক না কেন, এত বিশাল সিংহাসন উঠানো সম্ভব নয়। আর যদি কোন কিছুর সাহায্যে উঠানো সম্ভব হয়েও থাকে, তবুও এত অল্প সময়ে এত দূর পথ অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

([২৫৮]) অর্থাৎ, আমি উঠিয়ে আনতেও সক্ষম এবং ওর মধ্যে কোন কিছু রদ্-বদলও করব না।

([২৫৯]) যে এ কথা বলল, সে কে ছিল? কিতাব কি ছিল? আর জ্ঞানই বা কি ছিল? যার জোরে সে এ দাবী করেছিল? এ ব্যাপারে তফসীরকারদের মাঝে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এই তিনের বাস্তব একমাত্র আল্লাহই জানেন। এখানে ক্বুরআনের শব্দ থেকে যা বুঝা যায় তা হল, সে ছিল মানুষ। তার নিকট ছিল আল্লাহর কোন কিতাবের জ্ঞান। আল্লাহ তাকে কারামত বা মু'জিযাস্বরূপ এ শক্তি দান করলেন এবং চোখের পলকে সিংহাসন এনে উপস্থিত করল। কারামত বা মু'জিযা নামই এমন কাজের যা বাহ্যিক কারণ ও নৈসর্গিক কাজের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তা একমাত্র আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছায় প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই জন্য ঐ ব্যক্তির শক্তিতে বিস্ময় প্রকাশের কিছু নেই এবং তার ঐ কিতাবী জ্ঞান কি ছিল তা নিয়ে গবেষণারও কোন প্রয়োজন নেই; যা এখানে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এ ছিল সেই ব্যক্তির পরিচয় যার দ্বারা এই কাজ সম্পাদিত হয়েছে। তাছাড়া বাস্তবে এ শুধু আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন, যিনি চোখের পলকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সুলাইমান ﷺও এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। সেই জন্য তিনি যখন দেখলেন যে, সিংহাসন উপস্থিত, তখন তিনি এ ঘটনাকে প্রভুর অনুগ্রহ ও কৃপা বলেই ব্যক্ত করলেন।

([২৬০]) অর্থাৎ, তার রং, রূপ বা আকারে পরিবর্তন ক'রে দাও।

([২৬১]) অর্থাৎ, দেখি সে জানতে পারে যে, সিংহাসনটি তার, নাকি জানতে পারে না। দ্বিতীয় অর্থ, সে হিদায়াত পায় কি, পায় না। অর্থাৎ এত বড় মু'জিযা দেখার পরও সে সঠিক (ঈমানের) পথ পায়, না পায় না।

([২৬২]) পরিবর্তনের পর যেহেতু তার আকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিল, সেহেতু তিনি পরিষ্কার ভাষায় আমার বলে দাবীও করলেন না। আবার পরিবর্তনের পরেও যেহেতু মানুষ তার নিজের জিনিস চিনতে পারে বলে তিনি 'আমার নয় বলে' খন্ডনও করলেন না। তিনি বললেন, বোধ হয় ঐটিই। এতে দাবী ও খন্ডন কোনটিই নেই; বরং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

([২৬৩]) অর্থাৎ, এখানে আসার পূর্বেই আমি জানতে পেরেছিলাম যে, আপনি আল্লাহর নবী এবং আমি আপনার অনুগত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ইমাম ইবনে কাসীর ও শওকানী (রঃ) উক্ত বাক্যকে সুলাইমানের উক্তি বলে ব্যক্ত করেছেন যে, আমাকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সাবার রাণী অনুগত হয়ে উপস্থিত হবে।

([২৬৪]) এটি আল্লাহর কথা। আর صَدَّهَا এর কর্তা مَا كَانَتْ تَعْبُدُ অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতই তাকে আল্লাহর ইবাদত হতে দূরে রেখেছিল। আর তার কারণ, তার সম্পর্ক ছিল কাফের জাতির সঙ্গে। সেই জন্য তাওহীদের বাস্তবিকতা থেকে সে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। কেউ কেউ صَدَّهَا এর কর্তা মহান আল্লাহ আবার কেউ সুলাইমানকে বলেছেন। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ অথবা আল্লাহর নির্দেশক্রমে সুলাইমান ﷺ তাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করতে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটি অধিক

قَوْمٍ كَافِرِينَ (٤٣)

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤)

(৪৪) তাকে বলা হল, 'এ প্রাসাদে প্রবেশ কর।' যখন সে ওর প্রতি দৃষ্টিপাত করল, তখন তার মনে হল এ এক স্বচ্ছ জলাশয় এবং সে তার কাপড় টেনে হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরল।[২৬৫] (সুলাইমান) বলল, 'এ তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ।' (বিলকীস) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম, (এখন) আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম (মুসলমান হলাম)।'[২৬৬]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٥)

(৪৫) আমি অবশ্যই সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই স্বালেহকে পাঠিয়েছিলাম, এ আদেশসহ যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। কিন্তু ওরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল।[২৬৭]

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦)

(৪৬) সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ?[২৬৮] কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না; যাতে তোমরা করুণার পাত্র হতে পার?'

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (٤٧)

(৪৭) ওরা বলল, 'তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি।'[২৬৯] (স্বালেহ) বলল, 'তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে,[২৭০] বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।[২৭১]

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا

(৪৮) আর সে শহরে ছিল নয় জন এমন ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করত না।

সঠিক। *(ফাতহুল কাদীর)*

(২৬৫) এই প্রাসাদটি ছিল কাঁচের। যার মেঝেও ছিল কাঁচের। لُجَّــة গভীর পানি অথবা হওয। সুলাইমান ﷺ নিজ নবুঅতের মু'জিযা (অলৌকিক ঘটনা) দেখানোর পর পার্থিব শান-শওকতের কিছু নমুনা দেখানো উচিৎ মনে করলেন, যা মানব ইতিহাসে বিশেষ করে তাঁকে আল্লাহ দান করেছিলেন। অতঃপর সেই প্রাসাদে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হল। যখন তিনি প্রবেশ হতে লাগলেন তখন পায়ের লেবাস একটু উপরে তুলে নিলেন। (যাতে তাঁর পদনালী বের হয়ে গেল।) স্বচ্ছ কাঁচের মেঝে তাঁর নিকট পানি বলে মনে হল। তাই ভিজে যাওয়ার আশঙ্কায় কাপড় কিছুটা গুটিয়ে পায়ের রলার উপর তুলে নিলেন।

(২৬৬) অর্থাৎ, যখন মেঝের বাস্তবিকতা জানতে পারলেন, তখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। অতঃপর নিজের ভুল-ত্রুটি অনুভব ও স্বীকার করে মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। স্বচ্ছ পরিষ্কার খোদাই করা পাথরকে مُمَرَّد (স্ফটিক) বলা হয়। এখান হতেই أمــرَد শব্দ এমন সুদর্শন কিশোরের জন্য ব্যবহার হয় যার (মসৃণ গালে) দাড়ি-মোছ এখনও বের হয়নি। যে গাছের পাতা সম্পূর্ণ ঝড়ে গেছে তাকে شجرة مــرداء বলা হয়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* কিন্তু এখানে নির্মাণ বা জুড়ে দেওয়ার (গিল্টি করা) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থ স্ফটিক নির্মিত বা কাঁচের গিল্টি করা প্রাসাদ।

নোট ঃ রাণী বিলকীস মুসলমান হবার পর তাঁর কি হল? কুরআন বা সহীহ হাদীসে এর কোন বিস্তারিত আলোচনা নেই। অবশ্য তাফসীরের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সুলাইমান ﷺ-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু কুরআন ও হাদীস এ ব্যাপারে নিশ্চুপ, সেহেতু আমাদেরও চুপ থাকাটাই শ্রেয়। والله أعلم بالصواب

(২৬৭) এ থেকে মু'মিন ও কাফের উভয়কে বুঝানো হয়েছে। আর বিতর্কের অর্থ, প্রত্যেক দলের দাবী যে তারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(২৬৮) অর্থাৎ, ঈমান আনার পরিবর্তে তোমরা কেন কুফরীর উপর চলতে চাচ্ছ; যা আযাবের কারণ হবে? এ ছাড়া তাদের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের কারণে তারা বলত, আমাদের উপর আযাব নিয়ে এসো। যার উত্তরে স্বালেহ এ কথাগুলি বললেন।

(২৬৯) اطَّيَّرنا আসলে تَطَيَّرنا ছিল এর ধাতু হল طَير যার অর্থ ওড়া। আরবে ইসলামের পূর্বে লোকেরা কোন কাজ করতে বা সফরে যেতে মনস্থ করলে পাখী উড়াত, যদি পাখীটি ডান দিক দিয়ে উড়ে যেত, তাহলে তারা সে কাজ বা সফর শুভ মনে করত। আর যদি বাম দিকে উড়ে যেত, তাহলে অশুভ মনে ক'রে সেই কাজ বা সফর থেকে বিরত থাকত। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* ইসলামে কোন জিনিসে শুভ-অশুভ ধারণা করা বৈধ নয়। তবে কোন কিছুতে আশাবাদী হওয়া বৈধ। (অর্থাৎ, কোন সুন্দর বা ভাল কথা শুনে তা থেকে ভাল আশা করা বৈধ।)

(২৭০) অর্থাৎ, মুমিনরা কোন অশুভ, অপয়া বা অমঙ্গল কিছুরই কারণ নয়; যেমন তোমরা মনে কর। বরং তার আসল কারণ আল্লাহর নিকটে। কারণ অদৃষ্ট বা ভাগ্য তাঁরই এখতিয়ারে। অর্থ এই যে, তোমাদের যে অশুভ অবস্থা (অনাবৃষ্টি ইত্যাদি) এসেছে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে। আর তার কারণ তোমাদের কুফরী করা। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(২৭১) অথবা তোমাদের ভ্রষ্টতায় অবকাশ দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে।

يُصْلِحُونَ (٤٨)

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٤٩)

(৪৯) ওরা বলল, 'তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই হত্যা করব;[২৭২] অতঃপর তার দাবিদারকে নিশ্চয় বলব, তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।'[২৭৩]

وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (٥٠)

(৫০) ওরা চক্রান্ত করেছিল[২৭৪] এবং আমিও চক্রান্ত করলাম,[২৭৫] কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি।[২৭৬]

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥١)

(৫১) অতএব দেখ ওদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে; আমি অবশ্যই ওদেরকে এবং ওদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি।[২৭৭]

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٢)

(৫২) এই তো তাদের বাড়ী-ঘর; তাদের সীমালংঘন হেতু তা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٣)

(৫৩) এবং যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ(٥٤)

(৫৪) (স্মরণ কর) লূতের কথা,[২৭৮] সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কি জেনে-শুনে অশ্লীল কাজ করবে?[২৭৯]

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٥٥)

(৫৫) তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে?[২৮০] তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।'[২৮১]

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٥٦)

(৫৬) উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'লূত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।'[২৮২]

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنْ الْغَابِرِينَ(٥٧)

(৫৭) অতঃপর তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করলাম। তার স্ত্রীর জন্য অবশিষ্ট লোকদের ভাগ্য নির্ধারণ

([২৭২]) অর্থাৎ, স্বালেহ ﷺ ও তাঁর বাড়ির লোককে হত্যা করব। এই শপথ তারা তখন নিয়েছিল, যখন উট হত্যার পর স্বালেহ ﷺ তাদেরকে বললেন, তিন দিন পর তোমাদের উপর আযাব আসবে। তারা বলল, আযাব আসার পূর্বেই আমরা স্বালেহ ও তাঁর পরিবারকে ধ্বংস ক'রে ফেলব।

([২৭৩]) অর্থাৎ, তাদেরকে হত্যার সময় আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। অথবা হত্যাকারী কে --তাও আমরা জানি না।

([২৭৪]) তাদের এটিই ছিল চক্রান্ত। তারা আপোসে শপথ গ্রহণ করল যে, রাত্রের অন্ধকারে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করব। আর তিন দিন পূর্ণ হবার আগেই স্বালেহ ও তাঁর পরিবারকে শেষ ক'রে দেব।

([২৭৫]) অর্থাৎ, আমি তাদেরকে তাদের ঐ ষড়যন্ত্রের বদলা দিলাম এবং তাদেরকে ধ্বংস করলাম। 'আমিও চক্রান্ত করলাম' কর্মের অনুরূপ শাস্তিদানের নীতি হিসাবে বলা হয়েছে।

([২৭৬]) অর্থাৎ, আল্লাহর ঐ চক্রান্তকে তারা বুঝতেই পারেনি।

([২৭৭]) অর্থাৎ, আমি উক্ত ৯ জন নেতাকেই নয় বরং পুরো জাতিকেই ধ্বংস করেছি। কারণ কুফরী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে পুরো জাতি তাদের সাথে ছিল। যদিও কার্যক্ষেত্রে হত্যার পরিকল্পনায় তাদের সাথে ছিল না। কারণ, সে পরিকল্পনা ছিল গোপনে। কিন্তু তা ছিল তাদের ইচ্ছা ও আন্তরিক চাহিদার অনুকূল। সেই জন্য তারাও যেন তাদের চক্রান্তে শামিল ছিল; যা ৯ জন ব্যক্তি স্বালেহ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করেছিল। সেই জন্য পুরো জাতিই ধ্বংসের যোগ্য বলে বিবেচিত হল।

([২৭৮]) অর্থাৎ, লূত ﷺ-এর ঘটনা স্মরণ কর, যখন তিনি বললেন। লূত জাতি আম্মূরাহ ও সাদূম শহরে বসবাস করত।

([২৭৯]) تُبصِرُون অর্থাৎ, এ কথা দর্শন করছ যে, তা অশ্লীলতা। এখানে দর্শন বলতে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দর্শন। আর যদি চর্মচক্ষুর দর্শন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অর্থ দাঁড়াবে যে, তোমরা এক অপরের চোখের সামনে এ কাজ করছ? অর্থাৎ, তোমাদের ধৃষ্টতা এত বেড়ে গেছে যে, এ কুকর্ম করার সময় লুকানোর চেষ্টাও কর না!

([২৮০]) এটি অশ্লীলতার ব্যাখ্যা যে, তা সেই সমকামিতাই, যা তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে অস্বাভাবিকভাবে নিজেদের যৌন-বাসনা পূর্ণ করার জন্য করছ।

([২৮১]) অথবা এ কাজের অবৈধতা বা এই পাপের শাস্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ। নচেৎ সম্ভবতঃ তোমরা এ কাজ করতে না।

([২৮২]) এ কথা তারা কটাক্ষ ও উপহাসছলে বলল।

করলাম।[২৮৩]

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (٥٨)

(৫৮) তাদের উপর বিশেষ ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম;[২৮৪] যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক![২৮৫]

قُلْ الْحَمْدُ لله وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩)

(৫৯) বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং তার মনোনীত দাসদের প্রতি শান্তি![২৮৬] আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, নাকি ওরা যাদেরকে শরীক করে তারা?'[২৮৭]

([২৮৩]) অর্থাৎ, প্রথমেই তার ব্যাপারে তার ভাগ্য-লিপিতে এটি লিখা ছিল যে, সে ঐ সমস্ত পিছনে থাকা অবশিষ্ট লোকেদের মধ্যে গণ্য হবে; যাদের উপর আযাব আসবে।

([২৮৪]) তাদের উপর যে আযাব আপতিত হয়েছিল তার বিস্তারিত আলোচনা এর পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হল, তাদের গ্রামকে তাদের উপর উল্টে দেওয়া হয়েছিল। তারপর তাদের উপর পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল।

([২৮৫]) অর্থাৎ, যাদেরকে আম্বিয়া দ্বারা সতর্ক করা হয়েছিল ও যাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তারা মিথ্যা ও সত্যপ্রত্যাখ্যানের পথ পরিহার করেনি, তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক!

([২৮৬]) যাদেরকে আল্লাহ বাণীবাহক ও মানুষের পথ-প্রদর্শকরূপে নির্বাচিত করেছেন; যাতে মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে।

([২৮৭]) এখানে প্রশ্ন স্বীকৃতিসূচক। অর্থাৎ, আল্লাহই উত্তম। যখন তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা ও মালিক তখন তিনি ছাড়া অন্য কেউ কি শ্রেষ্ঠ হতে পারে, যে না সৃষ্টিকর্তা, না রুযীদাতা, আর না মালিক? خَـــيْر (শ্রেষ্ঠতর) যদিও 'ইস্‌মে তাফয়ীল' যা দুই বা ততোধিক জিনিসের মধ্যে তুলনামূলক আধিক্য ও উৎকর্ষ বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু এখানে তা 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে ব্যবহার হয়েছে কোন তুলনা ছাড়াই। কারণ, বাতিল মা'বূদদের মধ্যে কোন প্রকার خَيْر (শ্রেষ্ঠত্ব)ই নেই।